ইউনিট ৪

ব্যক্তিত্ব

Personality

ভূমিকা

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আমরা বিভিন্ন ধরনের আচরণ করে থাকি। কিন্তু কেন আমরা একই পরিস্থিতিতে সবাই এক ধরনের আচরণ করিনা, এর কারণ হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বই আলাদা। ব্যক্তির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও পরিবেশগত উপাদানের সমন্বয়েই এর গঠন হচ্ছে । ব্যক্তিত্বের গঠন ও বিকাশ কিভাবে হয় তা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন তত্ত্ব দেয়া হয়েছে। এই তত্ত্বগুলো অনেক কারণে সমালোচিত হলেও মনোবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, সমাজবিদ ও শিক্ষকদের কাছে এগুলোর মুল্য অপরিসীম। শিশুদের আচরণের অন্ নির্হিত কারণ খুঁজতে গেলে এই তত্ত্বগুলো আমাদের দিকনির্দেশনা দেয়। এই ইউনিটে ব্যক্তিত্ব বিকাশের কয়েকটি তত্ত্ব আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন সংলক্ষণ, যেমন- আত্মধারণা, সৃজনশীলতা, উদ্বেগ নিয়েও আলোচনা হয়েছে। এই সংলক্ষণগুলো সম্পর্কে জানলে তা বর্তমান শিক্ষক ও আগামী দিনের শিক্ষকদের শিশুর আচরণ আরও ভালভাবে বুঝতে এবং শ্রেণীকক্ষে পাঠদান পদ্ধতিকে আরও উন্নত করতে সাহায্য করবে। লিঙ্গভেদে ব্যক্তিত্বের কি পার্থক্য হতে পারে তা-ও এই ইউনিটে আলোচনা হয়েছে।

পাঠ - ১ ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা ও উপাদান
পাঠ - ২ ফ্রয়েডের ব্যক্তিত্ব বিকাশের মতবাদ
পাঠ - ৩ এরিকসনের ব্যক্তিত্ব বিকাশের মতবাদ
পাঠ - ৪ নৈতিকতা বিকাশ
পাঠ - ৫ ব্যক্তিত্ব ও সংলক্ষণ
পাঠ - ৬ লিঙ্গভেদে ব্যক্তিত্বের পার্থক্য

পাঠ ১

ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা ও উপাদান
[Definition and Factors of Personality]

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন সংজ্ঞাগুলো বর্ণনা করতে পারবেন
- ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বলতে কি বুঝায় তা উলে-খ করতে পারবেন
- ব্যক্তিত্বের উপাদানগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সাধারণ ধারণা

সাধারণ লোকের কাছে ব্যক্তিত্ব হল একজন মানুষের চিত্ত আকর্ষণ করার মত গুণ। এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির মনে যে সামগ্রিক ছাপ অঙ্কিত করে তাই হলো সেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব। আমরা যখন বলি, অমুকের চমৎকার ব্যক্তিত্ব আছে, তখন আমরা উক্ত ব্যক্তিটিকে একটি উদ্দীপক হিসাবে দেখছি, যা আমাদের মনে অনুকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। আবার যখন বলছি, অমুকের ব্যক্তিত্ব আমি পছন্দ করিনা, তখন উদ্দীপক হিসাবে ব্যক্তিটি আমাদের মনে প্রতিকূল ছাপ সৃষ্টি করেছে। ব্যক্তিত্বকে উদ্দীপক হিসাবে গণ্য করার অসুবিধা এই যে, এতে আমরা ব্যক্তিত্বের একটি নির্দিষ্ট ধারণা পাই না। একই ব্যক্তি বিভিন্ন লোকের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অর্থাৎ একই ব্যক্তি উদ্দীপক হিসাবে সবার কাছে এক নয়। যেমন- একজন ব্যক্তিকে তার নিয়োগকারী যেভাবে মূল্যায়ন করে, ব্যক্তির স্ত্রী তাকে ঠিক সেভাবে মূল্যায়ন করে না।

ব্যক্তিত্বকে সমাজ কাঠমো থেকে আলাদা করা যায় না। ব্যক্তি তার সমাজের ব্যক্তিবর্গ, তাদের আচরণ, সংস্কৃতি সামাজিক মূল্যবোধ, এ সমস্ত উপাদানের সাথে পারস্পরিক সম্পর্কে অবতীর্ন হয়। এই পারস্পরিক সম্পর্কের ফল হিসাবে ব্যক্তি একটি ব্যক্তিত্ব অর্জন করে। অর্থাৎ ব্যক্তির সাথে সমাজের বিভিন্ন উপাদানের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলেই ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হয়। যেহেতু ব্যক্তিত্বের ম ল্যায়নের ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট ধারণা দেয়া কঠিন সেহেতু ব্যক্তিত্বের কিছু সাধারণ সংজ্ঞা থাকা উচিত। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী এই লক্ষ্যেই বিভিন্ন সময়ে ব্যক্তিত্বকে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

সংজ্ঞা

Warren (১৯৩৪) এর মতে, 'ব্যক্তিত্ব হলো কোন ব্যক্তির চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছ এবং শারীরিক বৈশিষ্টসমূহের সমন্বিত সংগঠন, যা এক ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তি থেকে পৃথক করে। Allport বলেন, 'ব্যক্তিত্ব হলো ব্যক্তির মনে দৈহিক প্রতিক্রিয়াসম হের এক গতিময় সংগঠন যা পরিবেশের সাথে তার উপযোগ স্থাপনের স্বকীয় ধরণ নির্ধারিত করে। Woodworth এবং Marquis (১৯৫৭) এর মতে, 'ব্যক্তিত্ব হচ্ছে ব্যক্তির আচরণের ধরণ, যা তার চিন্তা ও প্রকাশভঙ্গী মনোভাব ও আগ্রহ, কর্মপ্রক্রিয়া ও ব্যক্তিগত জীবন দর্শনের মাঝে প্রকাশ পায়।

*Whittake*ৎ *(১৯৫৬) এর মতে ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা হলো, 'ব্যক্তির কতগুলো বৈশিষ্ট্যের একক সংগঠন, যা ব্যক্তির আচরণে পুনরাবৃত্তি দান করে।' এই সংজ্ঞায় তিনি ব্যক্তিত্বের সর্বজনস্বীকৃত কয়েকটি দিক তুলে ধরতে চেয়েছেন। প্রথমত ব্যক্তিত্ব হলো একটি একক অভিব্যক্তি। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বই অন্য কারো মত নয়। এটি হচ্ছে একজনের স্বকীয়তা বা অনন্যতা। দ্বিতীয়ত ব্যক্তিত্ব হলো কতগুলো বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলীর সংগঠন। তৃতীয়ত ব্যক্তির বিভিন্ন গুণাবলীর একক সংগঠনটি ব্যক্তির আচরণে একটি পৌনঃপুণিকতা বা স্থায়ীত্ব দান করে। অন্যান্য মনোবিজ্ঞানীরাও ব্যক্তিত্বের অনুরূপ সংজ্ঞা দিয়েছেন। বেশির ভাগ মনোবিজ্ঞানীরাই মনে করেন, ব্যক্তিত্ব কোন ব্যক্তির কতগুলো গুণ বা সংলক্ষণের একটি সংগঠন। আর প্রত্যেক ব্যক্তির বেলায়ই নির্দিষ্ট গুণাবলীর সংগঠনের মধ্যে পার্থক্য আছে। মনোবিজ্ঞানীরা ব্যক্তিত্বের আর একটি সাধারণ ধর্মের কথা স্বীকার করেন। সেটি হলো সংগঠনের স্থায়িত্ব এবং সংগঠনের স্থায়িত্বের অর্থ হলো এই যে, কতগুলো সংলক্ষণের জন্য ব্যক্তি কোন অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটলে একই রকমভাবে অর্থাৎ সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রতিক্রিয়া করে।*

সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি

ব্যক্তিত্বের যে কোন সংজ্ঞাই আমরা গ্রহণ করি না কেন, একটি ব্যক্তিকে সামগ্রিকভাবে দেখতে হবে। ব্যক্তির সামগ্রিক রূপটিকে দেখতে হলে ব্যক্তিকে সব দিক থেকে আমাদের দেখা উচিত এবং এজন্য নিম্নলিখিত কথাগুলো আমাদের মনে রাখা দরকার।

- প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব কতগুলো গুণ বা সংলক্ষণের সংগঠন।
- সংলক্ষণের সংগঠন প্রত্যেক ব্যক্তির বেলায় আলাদা - যা ব্যক্তিকে একটি বৈশিষ্ট্য বা অনন্যতা দান করে।
- ব্যক্তিত্বের একটা স্থায়িত্ব বা নিরবচ্ছিন্নতা আছে। বেশ কিছু সময়ের জন্য ব্যক্তিত্ব একই রকম থাকে, অর্থাৎ কারো ব্যক্তিত্ব রাতারাতি বদলে যায় না।
- ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও পরিবর্তন ঘটে। কোন ব্যক্তি জন্ম থেকেই একটা বিশেষ ব্যক্তিত্ব নিয়ে জন্মায় না, ধীরে ধীরে ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে, বিকাশ লাভ করে। সুতরাং ব্যক্তিত্ব পরিবর্তনযোগ্য।

সংলক্ষণ

ব্যক্তিত্বের সংগঠনের বর্ণনা দিতে গিয়ে কতগুলো সংলক্ষণের কথা বলা হয়। সংলক্ষণ হচ্ছে ব্যক্তির এমন একটা দিক বা অভিব্যক্তি, যা এক ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তি থেকে পৃথক করে। তবে কতগুলো সংলক্ষণের সাহায্যে ব্যক্তিকে বর্ণনা করা হবে, সেটা নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মত পার্থক্য আছে। সংলক্ষণের সংখ্যাই বা কত তা নিয়েও মতভেদ আছে। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী সংলক্ষণের বিভিন্ন তালিকা প্রণয়ন করেছেন। ব্যক্তিত্বের বর্ণনায় আমরা কোন তালিকাটি গ্রহণ করবো তারও কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। কি উদ্দেশ্যে ব্যক্তিকে ম ল্যায়ন করা হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে কোন তালিকাটি আমরা গ্রহণ করবো। ব্যক্তিত্বের একটি পূর্ণাঙ্গ বর্ণনায় নিম্নলিখিত গুণাবলীর উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয় -

- জৈবিকভাবে নির্ধারিত গুণাবলী। যেমন- দৈহিক শক্তি, দেহের রঙ, চুলের রঙ, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ইত্যাদি।
- অভিজ্ঞতার পর্যায় এবং পরিমাণ। যেমন- শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশাগত যোগ্যতা ইত্যাদি।
- স্বকীয় বা অন্যান্য মানসিক প্রক্রিয়াসমূহ। যেমন- প্রতিভা, মনোযোগের ক্ষমতা, ইন্দ্রিয়ের আসাধারণ সংবেদনশীলতা ইত্যাদি।

ব্যক্তিত্বের উপাদানসমূহ

মানুষের ব্যক্তিত্ব তার জৈবিক ও সামাজিক পরিবেশ উভয়ের উপর নির্ভরশীল। ব্যক্তিত্বের অনুশীলনে শারীরবৃত্তীয় মনোবিজ্ঞান ও সমাজ মনোবিজ্ঞান পরস্পরের সাথে মিলিত হয়। আমরা নিচে ব্যক্তিত্বের দৈহিক ও সামাজিক উপাদানগুলো নিয়ে আলোচনা করব।

দৈহিক উপাদান

Factors of Personality

নিঃসন্দেহে মানুষের দেহ বক্তিত্ব গঠনে একটি উপাদান। ব্যক্তির আকার ও ইচ্চতা তার আচরণে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। বেটে ব্যক্তিকে যদি পিগমি বলে সম্বোধন করা হয় তবে সেটা তার আচরণকে প্রভাবিত করবে। মানুষের দেহের বিভিন্ন অংশের অনুপাতে প্রভেদ আছে। শরীরের গড়নের সাথে ব্যক্তিত্বের সম্পর্ক বিভিন্ন তত্ত্বের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। এসব বাহ্য গুণাবলী ছাড়া অভ্য ন রীণ দৈহিক অবস্থাও ব্যক্তিত্ব গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখন আমরা এই বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ গুণাবলী নিয়ে আলোচনা করব।

- ***শরীরের গড়ন ও ব্যক্তিত্ব***

Constitution and Personality

জার্মান মনোবিজ্ঞানী ক্রেৎস্মার মনে করেন, ব্যক্তিত্বের কতগুলো গুণাবলী - বিশেষভাবে মেজাজ (Temperment) এর সঙ্গে শরীরের গড়নের সম্পর্ক আছে। তিনি দুই ধরনের মেজাজ সনাক্ত করেন। এগুলো হচ্ছে সাইক্লোয়েড (Cycloid) এবং স্কিজোয়েড (Schizoid)। সাইক্লোয়েড মেজাজের ব্যক্তিরা আবেগ চঞ্চল ও অস্থির হয়। স্কিজোয়েড ব্যক্তিরা অন্তর্মুখী ও সামাজিক সম্পর্ক বিমুখ হয়। ক্রেৎস্মারের মতে সাইক্লোয়েড মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা খাটো, গোলগাল ও মেদবহুল দেহের অধিকারী। স্কিজোয়েড মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা লম্বা ও হালকা পাতলা গড়নের হয়। তবে ক্রেৎসমারের এই তত্ত্বটির কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

শেলডন নামে অপর একজন মনোবিজ্ঞানী শরীরের গড়নের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন গুণাবলীর সম্পর্ক নির্ণয় করতে চেষ্টা করেন। তিনি সব গুণাবলীকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেন - (১) ভিসেরোটনিয়া (Viscerotonia) অর্থাৎ পরনির্ভরশীলতা, সামাজিক স্বীকৃতির আকা ক্ষা, আরামপ্রিয়তা, শৈথিল্য এবং ভোজন বিলাসিতা, (২) সোমাটোটনিয়া (Somatotonia) - অর্থাৎ আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা, অঙ্গসঞ্চালন ও চেষ্টার প্রাধান্য, ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতা ইত্যাদি, (৩) সেরিব্রোটনিয়া (Cerebrotonia) - অর্থাৎ সঙ্গোপন করার ইচ্ছা, আবেগের নিয়ন্ত্রণ, স্বতস্ফূর্ত প্রকাশহীন, অনিদ্রা ও একাকীত্বের বাসনা। বহু ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা করে তিনি স্থির করেন যাদের শরীর মেদবহুল, গোলগাল ও নরম তারা ভিসেরোটনিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়। ঠিক তেমনিভাবে যাদের শরীরে অস্থি ও পেশীর বাহুল্য থাকে তারা সোমাটোটনিক গুণসম্পন্ন হয় তবে শেলডনের এই মতবাদেরও কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

দেহের আভ্যন্তরীণ রাসায়নিক পদার্থও মানুষের আচরণের গুণাবলী নির্ধারণ করে। অন্তঃক্ষরা বা নালিকাবিহীন গ্রন্থি (Endocrine Gland) ব্যক্তিত্বের উপর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। উদাহরণস্বরূপ প্যানক্রিয়াস (Pancreas) থেকে নির্গত ইনসুলিনের পরিমাণ সংকটময় স্তরের নিচে নেমে গেলে ব্যক্তি অতি সহজে বিরক্ত হয় এবং তার মধ্যে অস্পষ্ট ভীতির সঞ্চার হয়। অন্যান্য যেসব অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির ব্যক্তিত্বের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বর্তমান সেগুলো হচ্ছে থাইরয়েড গ্রন্থি (Thyroid Gland), এড্রিনাল গ্রন্থি (Adrenal Gland), যৌন গ্রন্থি (Sex Gland) ও পিটুইটারী গ্রন্থি (Pituitary Gland)। উদাহরণস্বরূপ থাইরয়েড বেশি সক্রিয় হলে ব্যক্তি চঞ্চল, বিরক্তিপ্রবণ, চিন্তান্বিত ও অস্থিরচিত্ত হয়ে থাকে।

Social Factors

সামাজিক উপাদান

সাংস্কৃতিক পুরাতত্ত্ববিদরা ব্যক্তির সামাজিক অবস্থার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। জন্মের মুহূর্ত থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বিভিন্ন সামাজিক প্রভাব ব্যক্তির উপর কাজ করে থাকে। সমাজের দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে নিয়মাবলী (Code) ও সামাজিক ভূমিকা (Role)। ব্যক্তি সমাজের কাছ থেকে আচরণের নিয়মাবলী শিখে থাকে। এছাড়া শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠন ও বিকাশে সর্বপ্রথম বাবা-মা-ই প্রভাব বিস্তার করেন। তাদের কাছ থেকে শিশু তার ম ল্যবোধ, প্রত্যয়, সামাজিক মনোভাব ও তার সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। যদি বাবা-মা শিশুকে অতিমাত্রায় নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখেন এবং তার প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন না করেন তাহলে তার মধ্যে অন্তর্মুখী প্রবণতা দেখা দেয়। অপরদিকে বাবা-মা বেশি পরিমাণে স্নেহশীল হলে শিশু বড় হয়ে অপরের উপর নির্ভরশীল হয়। পরিবারের পরই প্রতিবেশী, বন্ধুর দল, বিদ্যালয় প্রভৃতি ব্যক্তিত্ব গঠনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। যদি বন্ধুর দলের অধিকাংশ সভ্য, সৎ ও বুদ্ধিমান হয়, তবে অন্যান্য সভ্যদের ব্যক্তিত্বে বাঞ্ছনীয় গুণাবলীর সৃষ্টি হয়। শিশুর প্রতি শিক্ষকদের মনোভাব ও আচরণ তাদের ব্যক্তিত্ব গঠনে প্রভাব বিস্তার করে।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় ব্যক্তিত্ব দৈহিক ও সামাজিক উভয় প্রকার উপাদানের ফল। একই ব্যক্তি বিভিন্ন সংস্কৃতিতে লালিত পালিত হলে বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবে। আবার একই সামাজিক অবস্থা বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন প্রকার ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি করতে পারে। G.W. Allport (১৯৩৭) এর ভাষ্য হচ্ছে, "The same fire that melts butter hardens the egg." অর্থাৎ একই আগুণের উপর দিলে মাখন গলে যায় কিন্তু ডিম শক্ত হয়।

ব্যক্তির সাথে সমাজের বিভিন্ন উপাদানের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলে ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হয়। ব্যক্তিত্বের ম ল্যায়নের নির্দিষ্ট ধারণা দেয়ার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীরা ব্যক্তিত্বকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। সামগ্রিকভাবে দেখতে হলে বলা যায় প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব কতগুলো গুণ বা সংলক্ষণের সংগঠন। তবে ব্যক্তিত্ব কতগুলো গুণ বা সংলক্ষণের সংগঠন। তবে ব্যক্তিত্ব পরিবর্তনযোগ্য। ব্যক্তিত্বের ম লতঃ দুইটি উপাদান রয়েছে। এগুলো হচ্ছে দৈহিক ও সামাজিক উপাদান। দৈহিক উপাদানগুলোর মধ্যে কিছু হচ্ছে বাহ্যিক ও কিছু হচ্ছে আভ্যন্তরীণ। সমাজের দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে নিয়মাবলী ও সামাজিক ভূমিকা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশম লক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে ক বৃত্তায়িত করুন)

১. ব্যক্তিত্বের সংগঠনের কথা বলতে গিয়ে কিসের কথা বলা হয়?
   K. কতগুলো অভিব্যক্তির কথা বলা হয়
   L. কতগুলো সংলক্ষণের কথা বলা হয়
   M. কতগুলো অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়
   N. কতগুলো প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়

২. সাইক্লোয়েড মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা কেমন হয়?
   K. লম্বা
   L. পাতলা
   M. খাটো
   N. ফর্সা

৩. ভিসেরোটনিক ব্যক্তিত্বসম্পন্নরা কেমন হয়?
   K. ঝুঁকি প্রবণ
   L. প্রকাশহীন
   M. পরিনির্ভর
   N. প্রাণচঞ্চল

৪. অনালগ্রন্থি বেশি সক্রিয় হলে ব্যক্তি কি হয়?
   K. হাসিখুশী
   L. স্বতস্ফুর্ত
   M. আরামপ্রিয়
   N. অস্থিরচিত্ত

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা দিন।

২. ব্যক্তিত্বকে সামগ্রিকভাবে দেখতে হলে কি কি মনে রাখা প্রয়োজন?

৩. ব্যক্তিত্বের উপর সামাজিক উপাদানগুলো কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে?

সঠিক উত্তর

অ) ১। খ, ২। গ, ৩। গ, ৪। ঘ

পাঠ ২

ফ্রয়েডের ব্যক্তিত্ব বিকাশের মতবাদ

[Freud's Theory of Personality Development]

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ফ্রয়েডের মতে ব্যক্তিত্ব গঠনে কি কি উপাদান রয়েছে তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- ফ্রয়েডের মতে ব্যক্তিত্বের বিকাশের পর্যায়গুলোকে কিভাবে ভাগ করা হয়েছে এবং এর কোনটির গুরত্ব কতটুকু তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ব্যক্তিত্বের গতিশীলতা বলতে কি বোঝায় সে সম্পর্কেও বর্ণনা করতে পারবেন।

মতবাদ

ব্যক্তিত্বের মতবাদ বলতে ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কতগুলো অনুমান, স্বতঃসিদ্ধ ও সংজ্ঞা বুঝায়। বহু বিশৃংখল সত্যকে শৃংখলবদ্ধ ও অর্থবোধক করার প্রচেষ্টা ও তা থেকে যুক্তিসঙ্গত অনুমান দ্বারা নতুন ঘটনা আবিষ্কার করবার প্রচেষ্টাকে মতবাদ বলা হয়। ব্যক্তিত্বের মতবাদে একটি যুক্তিঙ্গত কাঠামো তৈরি করতে চেষ্টা করা হয়, যা দিয়ে ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞাত ঘটনাবলী শৃ খলাবদ্ধ করা সম্ভবপর। ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ আছে এবং বিভিন্ন মতবাদে ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ফ্রয়েডের ব্যক্তিত্ব বিকাশের মতবাদ তার মধ্যে একটি।

মতবাদের বিষয়সমূহ

একটি মতবাদে প্রধানত তিনটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে -

- ব্যক্তিত্বের গঠন (Structure of Personality)
- ব্যক্তিত্বের বিকাশ (Development of Personality) এবং
- ব্যক্তিত্বের গতিশীলতা (Dynamics of Personality)

নিচে এগুলো বলতে ফ্রয়েড কি বুঝিয়েছেন তা আলোচনা করা হলো ঃ

- ***ব্যক্তিত্বের গঠন***

Structure of Personality

ফ্রয়েড ব্যক্তিত্বের গঠনে তিনটি উপাদানের কথা উলে-খ করেছেন। এগুলো হচ্ছে B`& (Id), Ang (Ego) এবং অধিসত্তা (Supergo)। ইদ্ হচ্ছে আদিম সত্তা বা মানসিক শক্তির আধার। একে কখনও কখনও কামনার উৎসও বলা হয়। ইদ্ এর মধ্যে দিয়ে এই আদিম শক্তি শিশুর জীবনে প্রথম প্রকাশ পায়। ইদ্ সকল উদ্দেশ্য জমা রাখার স্থান। এইসব উদ্দেশ্যকে একত্রিতভাবে লিবিডো (Libido) বলা হয়। আনন্দ লাভ করাই এর প্রধান নীতি, তাই একে আনন্দ স ত্র বা Pleasure Principlব ও বলা হয়। শিশুকালে ইদের তাড়না প্রবল থাকে এবং মৌলিক চাহিদার উপশমেই কেবল তৃপ্তি আসে। ইদ্ ব্যক্তিত্বের অবচেতন অংশ এবং এতে কোন যুক্তি বা বিবেকের স্থান নেই।

Id, Ego and Super Ego

ব্যক্তিত্বের কাঠামো বা গঠনের পরবর্তী উপাদান হচ্ছে Ego বা অহংবোধ। বয়স বাড়ার সাথে সাথে শিশু তার পরিজনদের প্রতি সাড়া দিতে শেখে ও তার মধ্যে সামাজিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সে নিজেকে অন্যদের থেকে আলাদাভাবে ভাবতে শেখে এবং তখনই তার অহংবোধের স চনা হয়। অহংবোধ বা অহম ব্যক্তিত্বের চেতনার সজ্ঞান অবস্থাকেই বোঝায়। এ পর্যায়ে শিশুর নিজের সম্পর্কে প্রবল আগ্রহ থাকে যাকে আত্ন-আসক্তি (Narcissism) বলে। এ সময় বাবা-মা শিশুর স্বাধীন চলাফেরায় ও ইচ্ছা-অনিচ্ছাতে বিধি নিষেধ আরোপ করেন। তবু শিশু বাবা-মার প্রতি আসক্ত হয়, কারণ তারা শিশুর নিরাপত্তা বিধান করেন, তার মৌলিক চাহিদা প ণ করেন এবং তাকে সঠিক আচরণে পরিচালিত করেন। অহমের প্রধান কাজ হচ্ছে B` এবং অধিসত্তার মধ্যে বিপরীতমূখী চাহিদার সমন্বয় সাধন করা। সে কারণে অহমকে ব্যক্তিত্বের কার্যনির্বাহী সত্তা বলে। অহম স্মৃতিশক্তি দ্বারা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ব্যক্তিকে খাপ খাওয়াতে শেখায় এবং সম্ভাব্য বিপদের মুখে ব্যক্তিকে সজাগ করে দেয়। এটা আত্নরক্ষার পদ্ধতিও (Defense Mechanism) নির্ধারণ করে। আত্নরক্ষা পদ্ধতির মধ্যে অবদমন (Repression) অন্যতম। এর মাধ্যমে কোন অপ্রীতিকর ঘটনাকে মনের অবচেতন অংশে স্থান দেওয়া হয়, যাতে সেটা ভোলা যায়। ফ্রয়েডের মতে অপ র্ণ কামনা বা বাসনা অবদমিত হয়ে অবচেতন মনে স্থান নেয় এবং স্বপ্ন বা কল্পনার ভেতর দিয়ে আত্নপ্রকাশ করে। ব্যক্তিত্ব গঠনে তৃতীয় উপাদান হচ্ছে অধিসত্তা (Super Ego) যাকে মোটামুটিভাবে বিবেকের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। এটাকে নৈতিকশক্তিও বলে। সামাজিক মূল্যবোধ, বাবা-মার আদর্শ সবই অধিসত্তাকে প্রভাবিত করে। অধিসত্তা ইদের তাড়নাকে নৈতিক মূল্যাবোধের আলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। অহংবোধ এবং অধিসত্তার সমন্বয়ে ব্যক্তির মধ্যে অহং আদর্শের (Ego Ideal) জন্ম হয়। অধিসত্তার আবির্ভাবের পর

অহম এর কাজ অধিকতর জটিল হয়। অহমকে ইদ ও অধিসত্তার মধ্যে মধ্যস্থতা করতে হয়। নানা ধরনের জৈবিক প্রয়োজন মেটাতে অহম এমনভাবে কাজ করে যে, বাস্তবতার নির্দেশ ও অধিসত্তার বাধা বিপত্তির মধ্যে কোন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় না। অধিসত্তার প্রভাবে শিশু অন্যায় কাজের জন্য অনুশোচনা বোধ করে। ফ্রয়েডের মতে অহম যখন ইদ এর তীব্র কামনা ও অধিসত্তার কঠোর অনুশাসনের মুখে সমন্বয় হারিয়ে ফেলে তখনই মানসিক ভারসাম্য বাধাগ্রস্থ হয়।

আত্মরক্ষামূলক পদ্ধতি

ফ্রয়েডের মতে শিশুর মধ্যে যেসব উদ্বেগ ও হতাশা সৃষ্টি হয় সেগুলোকে মোকাবেলার জন্য নানারকম আত্মরক্ষাম   লক পদ্ধতির (Defense Mechanism) আশ্রয় নেয়া হয়। এগুলোর মধ্যে অবদমনের কথা আগেই বলা হয়েছে। অন্যগুলো হচ্ছে প্রক্ষেপন (Projection) অর্থাৎ নিজের দোষ অন্যের উপর চাপানো। প্রত্যাবৃত্তি (Regression) হচ্ছে অপরিণত উপায়ে নিজের হতাশাকে প্রকাশ করা। উদাহরণস্বরূপ, ১০/১১ বছরের ছেলে মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদলে সেটাকে শিশু সুলভ আচরণ বা প্রত্যাবৃত্তি বলা হবে। উদগতি (Sublimation) তে ব্যর্থ প্রেষণা কোন গঠনম   লক সামাজিক কাজে রূপান্   রিত হয়। ছেলেরা যখন তাদের আগ্রাসনকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ফুটবল, মুষ্টিযুদ্ধ ইত্যাদিতে নিজেকে নিয়োজিত করে তখন সেটাকে উদগতির উদাহরণ হিসাবে ধরে নেয়া যায়।

আত্মরক্ষাম   লক পদ্ধতি ছাড়াও শিশু দু'ভাবে তার দ্বন্দ্বের নিরসন করে। একটি হচ্ছে অন্যের সাথে নিজেকে একান্ত করা (Identification) এবং অন্যটি হচ্ছে নিজের অক্ষমতাকে ঢাকবার জন্য অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী ব্যক্তি বা বস্তুকে আক্রমণ করা। যেমন- শিশু যখন বাবা-মা কর্তৃক কোন কাজে বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন সে তার খেলনা পুতুলের উপর আক্রোশ প্রকাশ করে। এক স্থানচ্যুতি (Displacement) বলে।

ব্যক্তিত্বের বিকাশ

Development of Personality

জন্ম হতে প্রাপ্ত বয়স পর্যন্ত   সময়কে ফ্রয়েড কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পর্বে বা পর্যায়ে ভাগ করেছেন। এগুলো হচ্ছে -

- মৌখিক পর্যায় (Oral Stage)
- পায়ু পর্যায় (Anal Stage)
- লিঙ্গ পর্যায় (Phallic Stage)
- জনন পর্যায় (Genital Stage)|

লিঙ্গ পর্যায় এবং জনন পর্যায়ের মাঝের কিছুকাল পর্যন্ত   সময়কে সুপ্তকাল বা Latency Period বলে। প্রথম তিনটি পর্যায়কে প্রাক জনন পর্যায় (Pre-genital Stage) বলা হয়।

শিশু জীবনের প্রথম বছরে মৌখিক পর্যায়ের আবির্ভাব হয়। এই সময়ে পরিতৃপ্তির স্থান হচ্ছে মুখ। শিশুর আদিম শক্তি মৌখিক কার্যকলাপে ব্যয় হয়। যেমন- কোন কিছু মুখে দেয়া বা চোষা। শিশুর এই পর্যায় যদি তৃপ্তিদায়ক হয়, তাহলেই পরবর্তী জীবনে সে আশাবাদী হয়। এই পর্যায়ে সে পরাভূত হলে পরবর্তী সময়ে তর্কবিতর্ক করে বা মৌখিকভাবে আক্রমনাত্মক মনোভাব প্রকাশ করে। এছাড়াও বড়দের মধ্যে অতিরিক্ত ধূমপান, অত্যধিক খাওয়া প্রভৃতি মৌখিক পর্বের অতৃপ্তির ফলে সৃষ্টি হয় বলে এই মতবাদের ধারণা।

ব্যক্তিত্ব বিকাশের দ্বিতীয় পর্যায় হচ্ছে পায়ুপর্যায়। দ্বিতীয় বছরের পর শিশু তার দেহের নিম্ভাগের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং এসব অঙ্গের নাড়াচাড়ায় তৃপ্তি লাভ করে। পেশাব-পায়খানা নিয়ন্ত্রণ, অঙ্গসঞ্চালনের কিছু কিছু দক্ষতা অর্জন এবং ভাষার স্ফূরণ শিশুর আত্মবোধকে শক্তিশালী করে। ফ্রয়েড অনুসন্ধান করে দেখেন যে, শিশুর প্রক্ষালন প্রশিক্ষণে (Toilet Training) বাবা-মা যদি অতিরিক্ত কঠোর হন এবং শিশুকে ভয় ভীতি বা লজ্জা দেন তাহলে পরবর্তী জীবনে শিশুর মধ্যে কৃপণতা, শুচিবায়ুগ্রস্থতা, কোষ্ঠকাঠিন্য, একগুঁয়েমি, জেদীভাব প্রভৃতি সমস্যা দেখা দেয়।

বিকাশের পর্যায়সমূহ

পরবর্তী পর্যায় অর্থাৎ লিঙ্গ পর্যায় ৩ থেকে ৬ বৎসর পর্যন্ত   বিস্তৃত। এই পর্যায়ে শিশুর আনন্দস্থল লিঙ্গে স্থানান্তরিত হয় এবং স্পর্শকাতরতা বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে ছেলেরা ইডিপাস এষনা (Oedipus complex) এবং মেয়েরা ইলেক্ট্রা এষনা (Electra complex) এর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে। প্রথম দিকে ছেলে-মেয়ে উভয়ই তাদের মাকে ভালবাসে কারণ সে তাদের প্রয়োজন মেটানোর সাথে প্রাথমকিভাবে জড়িত। তবে বাবাকে তারা মায়ের মনোযোগের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বি স্বরূপ মনে করে। এই সময়ে ছেলেদের মধ্যে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্রতর হয় এবং প্রকৃতপক্ষে সে বাবার স্থান দখল করতে চায়। পরবর্তীতে মেয়েদের মধ্যে বাবার প্রতি আসক্তি সৃষ্টি হয় এবং সে মাকে প্রতিদ্বন্দ্বি মনে করে। বাবার প্রতি মেয়ের আসক্তিকে ইলেক্ট্রা এষনা এবং মায়ের প্রতি ছেলেদের আসক্তিকে ইডিপাস এষনা বলে।

ছয় বছর থেকে বয়ঃবৃদ্ধি পর্যন্ত   সময়কে সুপ্ত পর্যায় (Latent Stage) বলা হয়। এই সময়ে ফ্রয়েড শিশুদের মধ্যে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করেন নি। এই সময়ে ছেলেরা ছেলেদের সাথে এবং মেয়েরা মেয়েদের সাথে খেলতে পছন্দ করে। শিশু এই সময় বন্ধু বান্ধবের সহযোগিতা কামনা করে, দল বেধে খেলতে চায় এবং তার সামাজিক আচারণে যথেষ্ট উন্নতি হয়।

ফ্রয়েড সুপ্তকালের পরের সময়কে জনন পর্যায় (Genital Stage) বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই পর্যায়কে তিনি দু'ভাগে ভাগ করেছেন। এগুলো হচ্ছে - প্রাক বয়ঃসন্ধিকাল (Pre-pubertal phase) এবং বয়ঃসন্ধিকাল (Pubertal phase)। দৈহিক পরিণতি লাভ, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ, স্নেহ, ভালবাসার অনুভূতি প্রভৃতি এই পর্যায়ের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য।

Dynamics of Personality

- ***ব্যক্তিত্বের গতিশীলতা***

ব্যক্তিত্বের গতিশীলতা বলতে ফ্রয়েড ব্যক্তিত্বের সহজাত প্রবৃত্তি বা Instincts-কেই বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে সহজাত প্রবৃত্তি হচ্ছে সকল মানসিক শক্তি বা Psychic Energy-র সমষ্টি। সকল সহজাত প্রবৃত্তিকে একত্রিত করলে গোটা ব্যক্তির মানসিক শক্তি পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে ফ্রয়েড সহজাত প্রবৃত্তিকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন- জীবন প্রবৃত্তি (Life Instinct), যেমন- আত্মরক্ষা পদ্ধতি, বংশবৃদ্ধি ইত্যাদি। মৃত্যু প্রবৃত্তি (Death Instinct) যেমন- হত্যা করা, আত্মহত্যা ইত্যাদি।

ফ্রয়েডের সহজাত প্রবৃত্তি মতবাদের আরও একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে মানসিক শক্তি এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে স্থানান্তরিত হয়। যেমন- এক আবেগ থেকে অন্য আবেগের রূপান্তর। মানসিক শক্তির এই রূপান্তর ব্যক্তিত্বের গতিশীলতার বিশেষ উলে-খযোগ্য দিক। বিভিন্ন দিক থেকে ফ্রয়েডের মতবাদের সমালোচনা করা হয়েছে। ফ্রয়েড মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তিত্বের ভিত্তিতে তার মতবাদ সৃষ্টি করেন। অতএব, সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে এই মতবাদ স্বাভাবিক মানুষের বেলায় প্রযোজ্য হবে কি না। এছাড়াও ফ্রয়েড ব্যক্তিত্ব গঠনের জৈবিক প্রয়োজনের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন কিন্তু তিনি ব্যক্তিত্বের উপর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব সম্পূর্ণ অবহেলা করেছেন। কিন্তু এসব সমালোচনা সত্ত্বেও এটা অনস্বীকার্য যে তাঁর মতবাদের অধিকাংশই পরবর্তীকালে গবেষণার ফলাফল দ্বারা সমর্থিত হয়েছে।

ব্যক্তিত্বের মতবাদ বলতে ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু অনুমান, স্বতঃসিদ্ধ ও সংজ্ঞা বুঝায়। ফ্রয়েডের ব্যক্তিত্বের মতবাদে তিনটি বিষয়ের উপর অলোকপাত করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে ব্যক্তিত্বের গঠন, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও ব্যক্তিত্বের গতিশীলতা। ফ্রয়েড তাঁর মতবাদে ব্যক্তিত্বের উপর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন নি বলে সমালোচিত হয়েছেন। তবে এ সত্ত্বেও পরবর্তীতে তাঁর মতবাদের অধিকাংশই গবেষণার ফলাফল দ্বারা সমর্থিত হয়েছে।

পাঠোত্তর ম ল্যায়ন - ২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশম লক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে ক বৃত্তায়িত করুন)

১. ফ্রয়েডের মতবাদে কয়টি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে?
   K. ৪
   L. ২
   M. ৫
   N. ৩

২. কোনটি ব্যক্তিত্বের সজ্ঞান অবস্থা?
   K. অহম্
   L. প্রক্ষেপন
   M. ইদ্
   N. অধিসত্তা

৩. শিশু জীবনের প্রথম বছরে কোন্ পর্যায়ের আবির্ভাব হয়?
   K. লিঙ্গ পর্যায়
   L. পায়ু পদার্থ
   M. মৌখিক পর্যায়
   N. জনন পর্যায়

৪. ইডিপাস এষণা কি?
   K. মায়ের প্রতি মেয়ের আসক্তি
   L. বাবার প্রতি মেয়ের আসক্তি
   M. মায়ের প্রতি ছেলের আসক্তি
   N. বাবার প্রতি ছেলের আসক্তি

৫. ফ্রয়েডের মতবাদে কিসের উপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে?
   K. ব্যক্তিত্বের উপর সামাজিক প্রভাব
   L. ব্যক্তিত্বের উপর জৈবিক প্রভাব
   M. ব্যক্তিত্বের উপর আবেগীয় প্রভাব
   N. ব্যক্তিত্বের উপর সাংস্কৃতিক প্রভাব

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. ব্যক্তিত্ব গঠনের উপাদানগুলোর নাম উল্লেখপূর্বক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
২. আত্মরক্ষাম লক পদ্ধতি কাকে বলে? উদাহরণ দিন।
৩. ফ্রয়েডের মতবাদে প্রাক্‌জনন পর্যায়ে কি কি অন্তর্ভুক্ত সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
৪. ব্যক্তিত্বের গতিশীলতা বলতে কি বুঝায়?

সঠিক উত্তর

অ) ১। ঘ, ২। ক, ৩। গ, ৪। গ, ৫। খ

পাঠ ৩

এরিকসনের ব্যক্তিত্ব বিকাশের মতবাদ

[Erikson's Theory of Personality Development]

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- এরিকসনের মতে ব্যক্তিত্ব বিকাশে কি ধরনের প্রভাব থাকে সে সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন
- এরিকসন ব্যক্তিত্ব বিকাশের সময়কে কিভাবে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করেছেন তা উল্লেখ করতে পারবেন
- প্রতিটি স্তরে ব্যক্তির উপর কি ধরনের চাহিদা আরোপিত হয় এবং দ্বন্দ্বের সুচনা হয় সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পরবেন।

বিকাশের সংকটসমূহ

এরিকসন (১৯৬৮) মনে করেন যে ব্যক্তির মনোসামাজিক (Psychosocial) বিকাশের সময় কিছু সংকটের মাধ্যমে তার আত্মপরিচয় গড়ে ওঠে। বিকাশের এই সংকটগুলো (Crises) হয় ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায় নয়তো বিকাশকে বাধা দেয়। আমাদের ব্যক্তিত্ব কতটা সংহতিপূর্ণ (Integrated) হবে তা এই সংকটসমূহ দ্বারা প্রভাবিত হয়। এরিকসন ধারণা পোষন করেন যে ব্যক্তি যখন বেড়ে ওঠে তখন যে সমাজের বিভিন্ন লোকজনের সাথে ভাবের আদান প্রদান করে। এই আদান প্রদানের মধ্য দিয়েই সুষ্ঠুভাবে তার ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। এর ফলে ব্যক্তি তার পরিবেশের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। সে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করতে সক্ষম হয় এবং চারদিকের জগতকে ও নিজেকে সঠিকভাবে বুঝতে পারে। এরিকসনের মতে ব্যক্তি যখন গ্রহণযোগ্য উপায়ে তার সংকটগুলো বা মনোসামাজিক সমস্যাগুলো নিরসন করতে পারে তখনই তার নিজস্ব চিন্তা চেতনার বাস্তবায়ন ঘটাতে পারে।

এরিকসন ব্যক্তিত্ব বিকাশের আটটি সুস্পষ্ট নির্দিষ্ট স্তরের কথা উল্লেখ করেন। প্রত্যেক স্তরে ব্যক্তিত্বের উপর কিছু চাহিদা ন্যস্ত হয়। এতে সংকট ও দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। পরের স্তর আরম্ভ হওয়ার আগেই এই সংকটের অবসান হলে ব্যক্তিত্বের বিকাশ স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল হয়। শিশু এই স্তরগুলো অতিক্রম করে আস্তে আস্তে পরিণত বয়সের দিকে এগিয়ে যায়। এরিকসনের মতবাদকে "Eight Stages of Man" বলা হয়। নিচে এই স্তরগুলো আলোচনা করা হল ঃ

- ***মৌলিক বিশ্বাস বনাম অবিশ্বাস***

Basic Trust Vs. Mistrust

এই সংকট অতি শৈশবকালে (ওহভধহপু) ঘটে থাকে। ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রথম স্ত রে শিশুর মনে আস্থা-অনাস্থার বোধ জন্মে। শিশুর মৌলিক চাহিদা যদি স্নেহ ও আদর যত্নের সাথে মেটানো হয় তাহলে তার মনে নিরাপত্তাবোধ জন্মে। সে পরিবেশে ও পরিজনদের প্রতি আস্থাশীল হয় এবং তাদেরকে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করে। এর বিপরীত হচ্ছে যে, শিশু তার চারপাশের সবাইকে সন্দেহ করে তখনই, যখন সে অবহেলিত বা অনাদৃত হয়। এই প্রসঙ্গে এরিকসন শিশু ও তার মায়ের সম্পর্কের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেন। মা ও শিশুর সম্পর্ক যত নিবিড় হবে শিশু তত সহজে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবে। এই বিশ্বাস তার পরবর্তী জীবনেও ব্যাপ্ত হয়।

- ***স্বাধীনতা বনাম লজ্জা ও দ্বিধাবোধ***

Autonomy Vs. Shame and Doubt

শৈশবকালের প্রথম পর্যায়ে এই সংকট উপস্থিত হয়। শিশু এই সময়ে তার পিতামাতা ও পরিবেশকে পরীক্ষা করে, কারণ সে বুঝতে চায় পরিবেশের কতটুকু তার নিয়ন্ত্রণে আছে। তার মধ্যে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অনুভূতির বিকাশ ঘটাতে হলে শিশুর স্বাধীন ইচ্ছার ম ল্য দিতে হবে। এই সময় পিতা-মাতার অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ বা বাধা শিশুর মনে নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহ ও তার চাহিদার ব্যাপারে লজ্জার সৃষ্টি করে। মায়ের কাছ থেকে প্রাথমিকভাবে যখন যে নিজেকে মুক্ত মনে করে তখনই তার নিজেকে স্বাধীন মনে হয়। এটা তার আগের স্তরে সকলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের দ্বারা সম্ভব হয়।

- ***উদ্যোগ বনাম অপরাধবোধ***

Initiative Vs. Guilt

এই সংকটকালের সময় হচ্ছে শৈশবকালের মধ্যপর্যায়। এই সময় বিশ্বাস এবং স্বাধীনতার অনুভূতি নিয়ে শিশু কোন কাজে উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। সে তার উৎসুক্য মেটাবার জন্য নিজে থেকে নতুন জায়গায় যেতে শুরু করে। এই বয়সের শিশুর মধ্যে কোন কিছু করার ইচ্ছা জাগে এবং সে এমন কিছু করে বসে যার জন্য সে অপরাবোধ করে। সে খেলাধুলার মধ্য দিয়ে নতুন দক্ষতা লাভ করে যা তার পূর্বে অর্জিত আস্থাবোধকে দৃঢ়তর করে। এই সময়ে উদ্যোগ গ্রহণ এবং পরবর্তীতে অপরাধবোধের অভিজ্ঞতা তার মধ্যে বিবেকের জন্ম দেয়। যে সব ছেলেমেয়েরা মা-বাবা কৃর্তক কঠোর শাসনে লালিত হয় তাদের মধ্যে কোন কিছুর করার উদ্যোগ কমে যায় এবং শিশু নিজেকে অক্ষম ও অসহায় ভাবে। কিন্তু আবার যে শিশুকে বাবা-মা ও শিক্ষকরা কখনোই তিরস্কার করেন না তাদের মধ্যে বিবেকের বিকাশ হয় না। যদি উদ্যোগ এবং

অপরাধবোধের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হয় তবে তা শিশুর মধ্যে বড়দের মত কাজ করার ক্ষমতা গড়ে তোলে ও তার মধ্যে তার দায়িত্ববোধের সৃষ্টি হয়।

- *সম্পাদন বনাম হীনমন্যতা*

Accomplishment Vs. **Inferiority**

প্রাথমিক স্কুলে যাওয়ার সময় থেকে বয়ঃসন্ধির আগের সময়ে এই সংকটের সৃষ্টি হয়। এই বয়সের শিশুকে লেখাপড়াসহ খেলাধ লায় নানা রকম দক্ষতা অর্জন করতে হয়। যে শিশু স্বাধীন ও উদ্যোগী মনোভাব অর্জন করে সে সহজেই শ্রমশীল হয়, অন্যথায় তার মধ্যে লজ্জা, পরাজয়ের মনোভাব ও হীনমন্যতার সৃষ্টি হয়। এই সময়ে শিক্ষকের দায়িত্ব হচ্ছে প্রত্যেকটি শিশুকে সাফল্যের অভিজ্ঞতা দেয়া। এতে শিশুর নিজেকে অযোগ্য ভাবার অবকাশ থাকবেনা। এই উদ্দেশ্য সফল করতে হলে শিক্ষকের প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে হবে এবং তাদের পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এই সময়ের সংকটের দক্ষ সমাধানের মধ্য দিয়েই শিশুর মধ্যে নিজেকে যোগ্য ভাবার সুযোগ তৈরি হবে।

- *পরিচয় বনাম বিভ্রান্তি*

Identity **Vs. Confusion**

বয়ঃসন্ধিকালে এই ধরনের সংকটের সৃষ্টি হয়। এই বয়সের মূল সমস্যা হচ্ছে যে এই সময়ে ছেলেমেয়েরা তাদের পরিচয় নিয়ে সমস্যাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা এসময় অনেকগুলো প্রশ্নের সম্মুখীন হয়, বিশেষ করে সমাজে তাদের কি ভূমিকা রয়েছে তা বুঝতে চেষ্টা করে। অন্যের তাদের কিভাবে প্রত্যক্ষণ করছে এবং তারা নিজেদের কিভাবে দেখে এই তুলনাম লক বিচার করতে গিয়ে তারা খুব দুশ্চিন্তায় ভোগে।

নিজেকে বুঝতে পারার অক্ষমতাকে, নিজের পরিচয় নিয়ে সমস্যা তাদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। এই বিভ্রান্তির সমাধানে ব্যর্থ হলে প্রাপ্ত বয়স্কদের মত আচরণ করা বয়ঃসন্ধিপ্রাপ্তদের পক্ষে সম্ভব হয় না। জীবনের পরবর্তী সময়ে যে সংকট দেখা দেয় এই ছেলেমেয়েরা সেগুলোর সঙ্গে সফলভাবে খাপ খাওয়াতে পারে না। অপরদিকে যদি কার্যকরভাবে এই সংকটের মোকাবেলা করা যায় তবে এই ছেলেমেয়েদের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি হয়, তাদের মধ্যে সুন্দর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরাপত্তাবোধ জেগে ওঠে।

- *ঘনিষ্ঠতা বনাম একাকীত্ব*

Intimacy Vs. Isolation

প্রাপ্ত বয়সের প্রথম পর্যায়ে এই ধরনের সংকট দেখা দেয়। যে যুবক তার পরিচিতি সম্পর্কে ভালভাবে অবগত হতে সক্ষম হয় সে সমাজে নিজের স্থান করে নেয়। স্বভাবতঃই সে তখন স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ঘনিষ্ঠতা আশা করে। এটা সম্ভব না হলে সে একাকীত্বে ভোগে, বন্ধুবান্ধব এড়িয়ে চলে এবং পরিবারভুক্ত হওয়া থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখে। এই সংকটের সমাধান হলে ব্যক্তি আস্থার সাথে অন্যকে ভালবাসতে পারে এবং একই সঙ্গে অন্যের ভালবাসা লাভে সমর্থ হয়।

- *সৃজনক্ষমতা বনাম আবদ্ধতা*

Generativity Vs. Stagnation

প্রাপ্ত বয়সে এই সংকটের সৃষ্টি হয়। সৃজনক্ষমতা বলতে কিছু সৃষ্টি করার প্রতি আগ্রহ বুঝিয়ে থাকে। এই বয়সের প্রধান কাজ হচ্ছে, একজনের সাথে স্থায়ী বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া এবং পরিবার ও সন্তানের মধ্য দিয়ে আত্মবিস্তৃতি লাভ করা। এই সময়ে যে পরিনমণ হয়, তার সাহায্যে ব্যক্তি তার পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের প্রতি যত্নশীল হয়। যদি পরবর্তী বংশধরদের কাছ থেকে যথেষ্ট সাড়া না পাওয়া যায় তবে ব্যক্তি একঘেঁয়েমি ও অনীহায় ভোগে। এর ফলে অন্যদের সাথে সম্পর্কের অবনতি হয় এবং ব্যক্তি আবদ্ধতায় ভোগে। এই সংকটের সমাধান হলে ব্যক্তি সামাজিকভাবে নিজেকে সবকিছুর সাথে অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়।

- *সংহতি বনাম হতাশা*

Integrity Vs. Despair

পরিণত বয়সে এই সংকট উপস্থিত হয়। যে ব্যক্তি পূর্বের ধাপগুলো সফলভাবে অতিক্রম করে, তার নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণযোগ্য মনে হয়। সে তার জীবনের অন্তিম সংকট মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হয়। নিজের সবকিছু দায়িত্ব সে তখন নিজে নিতে পারে এবং মর্যাদালাভে সক্ষম হয়। কিন্তু অপরপক্ষে সে যা অর্জন করেছে তা নিয়ে যদি অসুখী হয় তবে তার মধ্যে হতাশা ও নিজের প্রতি অবজ্ঞার সৃষ্টি হয়।

এরিকসন ব্যক্তিত্ব বিকাশের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা তাঁর ক্লায়েন্টদের সাথে অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ। এছাড়াও তিনি বিখ্যাত লোকদের যেমন- গান্ধী, সেকসপীয়ার এদের জীবনী সম্পর্কে জেনেছেন এবং তাঁর মনঃসমীক্ষণের (Psychoanalysis) প্রশিক্ষণকে কাজে লাগিয়েছেন। Hall এবং Lindzay বলেছেন যে ব্যক্তিত্বের খুব কম মতবাদই পরীক্ষণম লক উপাত্ত (Data) দিয়ে প্রমাণ করা সম্ভব হয়। তাঁর মতবাদের ভিত্তি হচ্ছে সমাজের প্রতি তাঁর ক্লায়েন্টদের (Client) প্রতিক্রিয়ার তীক্ষ পর্যবেক্ষণ, তাঁর স্বতঃলব্ধ জ্ঞান (Intuition) এবং তাঁর যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণের ক্ষমতা।

এরিকসন এর মতে ব্যক্তির বিকাশের সময় কিছু সংকট উপস্থিত হয়। বিকাশের বিভিন্ন স্রের চাহিদাগুলো মেটাতে গিয়ে ব্যক্তির মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। ব্যক্তি যখন গ্রহণযোগ্য উপায়ে তার সংকট বা দ্বন্দ্বের নিরসন করতে পারে তখনই তার চিন্তাচেতনার বাস্তবায়ন ঘটাতে পারে এর ফলে ব্যক্তিত্বের বিকাশ স্তচ্ছন্দ ও সাবলীল হয়। এরিসনের মতবাদ তাঁর দীর্ঘদিনের তীক্ষ পর্যবেক্ষণ ও যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণের ফসল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৩

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে ক বৃত্তায়িত করুন)

১. এরিকসন বিকাশের স্তরগুলোকে কয়টি ভাগে ভাগ করেছেন?
   K. ৬
   L. ৮
   M. ৫
   N. ৪

২. শৈশবের প্রথম পর্যায়ে কোন সংকটের সৃষ্টি হয়?
   K. লজ্জা বনাম দ্বিধাবোধ
   L. মৌলিক বিশ্বাস বনাম অবিশ্বাস
   M. গম্পাদন বনাম হীনমন্যতা
   N. উদ্যোগ বনাম অপরাধবোধ

৩. প্রাপ্ত বয়সের প্রথম পর্যায়ে কোন সংকট দেখা দেয়?
   K. পরিচয় বনাম বিভ্রান্তি
   L. সৃজনক্ষমতা বনাম আবদ্ধতা
   M. ঘনিষ্ঠতা বনাম আবদ্ধতা
   N. সংহতি বনাম হতাশা

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. এরিকসনের মতবাদে যে সংকটগুলোর কথা উল্লেখ রয়েছে সেগুলো জীবনের কোন কোন পর্যায়ে দেখা দেয়?

২. পরিচয় বনাম বিভ্রান্তি এবং সংহতি বনাম হতাশার দ্বন্দ্ব বলতে কি বুঝায়?

সঠিক উত্তর

অ) ১। খ, ২। ক, ৩। গ

পাঠ ৪

নৈতিকতা বিকাশ

[Development of Moral Reasoning]

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- নৈতিকতা বলতে কি বুঝায় তা বর্ণনা করতে পারবেন
- পিয়াঁজে এবং লরেন্স কোলবার্গ নৈতিকতা বিকাশকে কিভাবে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করেছেন তা উল্লেখ করতে পারবেন
- বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে কিভাবে শিশুর মধ্যে অধিকারবোধ, আদর্শবোধ সৃষ্টি হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

এর আগে শিক্ষা মনোবিজ্ঞান পরিচিতি বইতে ৭নং ইউনিট-এর অর্থাৎ শৈশব ও কৈশোরে সামাজিক বিকাশ পড়ার সময় আপনারা নৈতিকতার বিকাশ সম্পর্কে পড়েছেন। বতমান পাঠটি পড়ার পর আপনি ব্যক্তিত্বের এই বিকাশটি সম্পর্কে আরও বিস্ ারিত ব্যাখ্যা পাবেন।

নৈতিকতার ধারণা

'Morality' অর্থাৎ নৈতিকতা ল্যাটিন শব্দ 'mores' অর্থাৎ রীতি বা প্রথা থেকে প্রবর্তিত হয়েছে। এই জন্যই নৈতিকতা বলতে আমরা সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি-নীতি অনুসরণ করাকে বুঝাই। নৈতিকতা ও বিবেকবোধকে অনেক মনোবিজ্ঞানী একই অর্থে ব্যবহার করেন। তবে বিবেকবোধের জন্ম যে নৈতিকতাকে প্রভাবিত করে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সাধারণভাবে বিবেককে 'রহহবৎ াড়রপব' বা অভ্যন্ রীন ধ্বনিও বলে। নৈতিকতার মত এই বোধ আমাদের কি করা উচিত, কি করা উচিত নয় সেটা এবং ন্যায় অন্যায়ের নির্দেশ দেয়। শিশু যেমন ভালমন্দ, ন্যায়-অন্যায় শেখে তেমনি সে তার দায়িত্ব পালন করতেও শেখে। তার নিজেকে নিয়ন্ ণ করা ছাড়াও সমাজের আইন-কানুনও পালন করতে হয়। বিভিন্ন বয়সের শিশুকে প্রশ্ন করে দেখা গেছে যে, দৈহিক ও মানসিক বিকাশের সাথে নৈতিকতা ও বিবেকেরও ক্রমবিকাশ হয়। অর্থাৎ বয়স বাড়ার সাথে সাথে শিশুর ন্যায়-অন্যায়বোধেরও পরিবর্তন হয়। গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, নৈতিকতা ও বিবেকের বিকাশ বিভিন্ন ধারা অতিক্রম করে পরিণতি লাভ করে। এক এক বয়সে এর বৈশিষ্ট্য এক এক রকম হয়।

নৈতিকতার মতবাদ

চরধমবঃ (১৯৪৮) বিভিন্ন বয়সের শিশুদের গল্প বলে, প্রশ্ন করে, পর্যবেক্ষণ করে তাদের বিবেকবোধ সম্পর্কে অনেক ম ল্যবান তথ্য উদঘাটন করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, শিশুর বিবেকের বিকাশে কয়েকটি সুস্পষ্ট স্তর দেখা যায়। নৈতিকতা ও বিবেকের বিকাশের প্রথম স্তরে শিশু শাস্তির ভয়ে বড়দের আদেশ পালন করে এবং অন্যায় থেকে বিরত থাকে। সে তখন শাসন ও নিয়ম কানুনের উপর নির্ভর করে। শিশু সহজে সব নিয়ম মেনে নেয়। কারণ সে বড়দের যেমন শ্রদ্ধা করে তেমনি ভয়ও পায়। এ সময় তার সামাজিক ও মানসিক বিকাশ অনুন্নত থাকে। এই সময়ের নৈতিকতাকে তাই 'objective morality' বা 'morality of constraint' বলে। দ্বিতীয় স্তরে সামাজিক অনুমোদন লাভের জন্য শিশু সঠিক আচরণ করে। শিশু এটা অনুভব করে যে, তার আচরণকে নিয়ন্ ণ করলে পরস্পরিক সম্পর্ক বজায় থাকবে।

পিয়াঁজের ধারণা

এই ধারণা দলগত খেলাধ লা ও মেলামেশার ভেতর দিয়ে অর্জিত হয়। এই সময়ের নৈতিকতাকে তাই 'ংনলবপঃরাব morality' বা 'morality of cooperation' বলে। শিশু এ সময় ইচ্ছাকৃত অন্যায় এবং দুর্ঘটনাজনিত অন্যায়কে পৃথক করে দেখতে শেখে। উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি একটা কাপ ভেঙ্গে ফেলে তবে সে ইচ্ছা করে ভাঙ্গেনি এই ভেবে তাকে শাস্ি নাও দেয়া যেতে পারে। তৃতীয় স্তরে শিশু মনে মনে ন্যায় অন্যায় ও অপরাধবোধ উপলব্ধি করে এবং এই আদর্শবোধ শিশুর বিবেককে প্রভাবিত করে। এই সময় ছেলেমেয়েরা সঠিক আচরণ করে এই জন্য যে, তারা সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের পক্ষে চিন্তা করে 'Morality of obedience' কে পেছনে ফেলে সে 'Morality of social sanctions' এ পদার্পন করে।

আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী লরেন্স কোলবার্গ (১৯৬৯, ১৯৭৩) গত দুই যুগ ধরে অনেক পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করে পিয়াঁজের বিকাশের স্ রগুলোকে ৬টি ধাপে সম্পসারণ করেছেন। এগুলো নিচে বর্ণনা করা হল ঃ

প্রথাপ র্ব নৈতিকতা

Preconventional Morality

- **প্রথম স্তর** - Punishment and obedince orientation। এই স্তরে শিশু সব ধরনের ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকতে চায় এবং এভাবে সে দুশ্চিন্তা ও কষ্ট থেকে দূরে থাকে। এতে যদিও তার স্বাধীনতা কিছুটা খর্ব হয় তবুও

অবাধ্যতার পরিণাম শাস্তি এই নীতিতে সে বিশ্বাস করে। এই স্তরটি পিয়াঁজের 'objective responsibility' এর মত।

- **দ্বিতীয় স্তর** - Instrumental relativist orientation। এই সময় শিশু যদিও নিজের চাহিদা নিয়েই মগ্ন থাকে তবুও সে এটা বোঝে যে, অন্যদেরও অধিকার রয়েছে। সে মাঝে মাঝে তাই কোন আদান-প্রদানের পরিকল্পনা করতে চায় যাতে সমানভাবে সকলের চাহিদা পূরণ হয়।

প্রথাগত নৈতিকতা

Conventional Morality

- **তৃতীয় স্তর** - Nice girl/good boy orientation। এই সময় শিশু অন্য কেউ তার মঙ্গল কামনা করলে খুশী হয়। সে অন্যদের সমর্থন চায় এবং তাদের খুশী করতে চেষ্টা করে। কোন কিছু বিচার করার সময় সে অন্যের এবং নিজের অভিপ্রায়কে বিবেচনা করে। পুরস্কার অর্জনের প্রত্যাশায় এই পর্যায়ে শিশুরা সমাজস্বীকৃত নীতিমালা মেনে চলে।
- **চতুর্থ স্তর** - Law and order orientation। প্রচলিত নিয়ম সবার জন্য মঙ্গলকর বলে সমাজ বিবেচনা করলে সমাজের অস্বীকৃতি এড়াবার উদ্দেশ্যে শিশুরা রীতিনীতি মেনে চলে। সমাজের কর্তৃস্থানীয় লোকজনদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং দায়িত্ব পালনের ইচ্ছার উপর সামাজিক শৃংখলা নির্ভর করে এটা সে বিশ্বাস করে।

প্রথাপরবর্তী নৈতিকতা

Post Conventional Morality

- **পঞ্চম স্তর** - Social contract orientation। সমাজ যেসব আদর্শ, প্রয়োজন ও অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে সেগুলোর দ্বারা সঠিক আচরণ নির্ধারিত হয়। তবে সঠিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে এই নিয়মগুলো পরিবর্তন করা যায় এটা ব্যক্তি বোঝে। কাজেই এই স্তরের বিচার বুদ্ধি আগের চাইতে বেশি নমনীয় (ভষবীরনষব) হয়। বেশির ভাগ আবেগীয়ভাবে পরিণত ব্যক্তিরা এই স্তরে বিভিন্ন কার্যকলাপে নৈপুন্য দেখতে পারে।
- **ষষ্ঠ স্তর** - Universal-ethical principle orientation। কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় ব্যক্তি যে শুধু সমাজের নিয়মকানুনই বিবেচনা করবে তা নয়, এছাড়াও সে সার্বজনীন নৈতিকতার কথা চিন্তা করতে পারে।

নৈতিকতার খুব চরম পর্যায়ে কেউ হয়তো তাদের নীতিগুলোকে ধারণ করে রাখার জন্য আত্মাহুতি দিতে পারে বা অনেক অপমানও সহ্য করতে পারে। তবে একটি কথা এখানে বলা প্রয়োজন যে খুব কম লোকই নৈতিকতা বিকাশের এই স্তরে পৌছাতে পারে।

কোল্‌বার্গ বিভিন্ন সংস্কৃতির উপর গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ করে এই বিশ্বাসে উপনীত হয়েছেন যে প্রত্যেকটি মানুষই এই স্তরগুলো একই ভাবে পার হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি শিশু প্রথম স্তরের অভিজ্ঞতা না নিয়ে কখনও দ্বিতীয় স্তরে যাবে না। মানুষ বিকাশের যে স্তরেই থাকুক না কেন তারা তাদের সিদ্ধান্ত কিছু অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিয়ে থাকে। একটি আট বছরের শিশু হয়তো বেশির ভাগ নৈতিক সিদ্ধান্তের সময় তৃতীয় স্তরে থাকে কিন্তু কোন চাপের মুখে সে দ্বিতীয় বা প্রথম স্তরে চলে যেতে পারে। নিচের লেখচিত্রের মাধ্যমে শৈশবে এবং বয়ঃসন্ধিকালে নৈতিক বিচারের যে ধরন পরিলক্ষিত হয় তা দেখানো হল ঃ

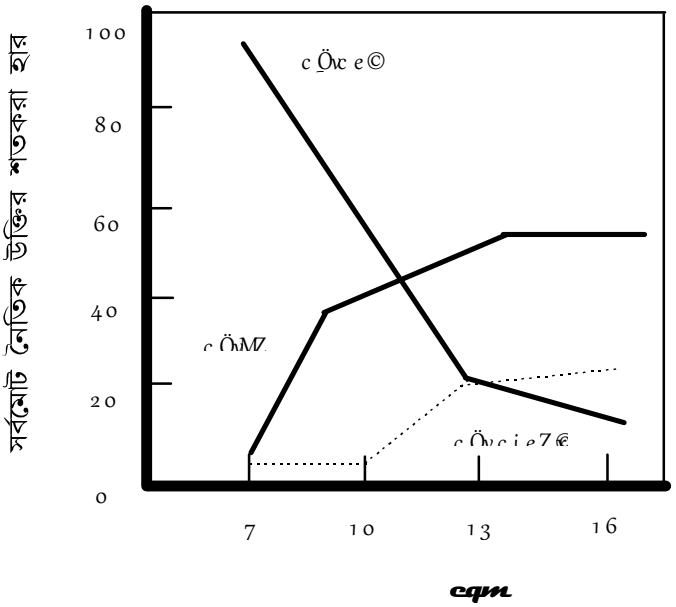

চিত্র ৪-৪.১ নৈতিকতার বিভিন্ন স্ তরে শিশু কিশোরদের নৈতিক বিচারের শতকরা হার

কোলবার্গের মতে শিক্ষকদের অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে শিক্ষার্থীদের নৈতিক মূল্যবোধের ধারণা দিতে হবে। কোন কোন শিক্ষকরা এই কাজটি করতে অনীহা প্রকাশ করেন। তাঁরা মনে করেন যে শিশুদের যদি সমাজের নিয়ম কানুন পালন করতে শেখানো হয় তবে সেটাই যথেষ্ট। অন্যান্যরা নৈতিক মূল্যাবোধের দ্বারা সততা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, দায়িত্ববোধ, বন্ধুত্ব ইত্যাদি বুঝিয়ে থাকেন। কোলবার্গ মনে করেন যে, এই ধারণাগুলো খুব স্পষ্ট নয়। কারণ এগুলোর অর্থ সবার কাছে এক রকম নয়। উদাহরণস্বরূপ কেউ যদি খুব সততার সঙ্গে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করে তবে অন্যদের কাছে তা হয়তো রূঢ় শোনাতে পারে। তাই কোলবার্গ মনে করেন যে, এই সমস্ নীতিকথা শিখিয়ে বিশেষ লাভ হয় না। এর চাইতে শিশুরা নৈতিকতা বিকাশের যে স্তরে আছে, তাকে আরো এক ধাপ উপরের স্তরে চিন্তা করতে শেখানো উচিত। তিনি মনে করেন যে প্রচলিত নৈতিক শিক্ষার সমস্যা হচ্ছে এটা কতগুলো বদ্ধম ল ধারণার উপরে ভিত্তি করে দেয়া হয়, যা খুবই গতানুগতিক। ব্যক্তিগত জীবনে কেউ এগুলো খুব একটা চর্চা করে না।

নৈতিকতা বলতে আমরা সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি অনুসরণ করাকে বুঝায়। দৈহিক ও মানসিক বিকাশের সাথে সাথে শিশুর ন্যায়-অন্যায়বোধের পরিবর্তন হয়। কোলবর্গের মতে শিশু তার বিকাশের প্রথম পর্যায়ে নিজের চাহিদা নিয়ে মগ্ন থাকলেও পরবর্তীতে অন্যের অধিকার সম্ভর্কে সচেতন হয়। সে সমাজ স্বীকৃত নীতিমালা মেনে চলে। ধীরে ধীরে সে সার্বজনীন নৈতিকতার নীতি কতটা প্রয়োগ সম্ভব তাও চিন্তা করতে শেখে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৪

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে ক বৃত্তায়িত করুন)

১. কোলবার্গ ব্যক্তিত্ব বিকাশের স্তরগুলোকে প্রধানত কয়টি স্তরে ভাগ করেছেন?
   K. ৫
   L. ৩
   M. ৬
   N. ৪

২. ব্যক্তিত্ব বিকাশের চতুর্থ স্তরে কি ঘটে?
   K. শিশু অবাধ্যতার পরিণাম শাস্তি এই নীতিতে বিশ্বাস করে
   L. শিশু অন্যের সমর্থন চায়
   M. অস্বীকৃতি এড়াবার উদ্দেশ্যে রীতিনীতি মেনে চলে
   N. নীতিকে ধারণ করার জন্য ব্যক্তি আত্মাহুতি দিতে পারে

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. পিয়াঁজের মতবাদ অনুযায়ী নৈতিকতার বিকাশ স্তরগুলো আলোচনা করুন।

২. কোলবার্গ তাঁর মতবাদে প্রথাপরবর্তী নৈতিকতা সম্পর্কে যা বলেছেন তা বর্ণনা করুন।

৩. কোলবার্গ শিক্ষকদের জন্য কি সুপারিশ রেখেছেন?

সঠিক উত্তর

অ) ১। খ, ২। গ

পাঠ ৫

ব্যক্তিত্ব ও সংলক্ষণ

[Personality and Traits]

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন সংলক্ষণ সম্পর্কে উল্লেখ করতে পারবেন
- ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ দ্বারা মানুষের আচরণ কিভাবে প্রভাবিত হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন
- আচরণ কিভাবে পরিবেশগত উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ কিভাবে পরিমাপ করা যায় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

সংলক্ষণের নাম

ব্যক্তিত্ব হচ্ছে এমন একটি ধারণা যা আচরণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আমরা বাইরে থেকে শুধু মানুষের আচরণই দেখি এবং এইগুলোকে বর্ণনা করার জন্য আমরা বিভিন্ন নামকরণ করি। যেমন ধরুন- সৎ আক্রমনাত্নক, বদমেজাজী, হাসিখুশী, সরল, সৃজনশীল, শান্ত শিষ্ট ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে আমরা কারো ব্যক্তিত্বের বর্ণনা দিয়ে থাকি। মনোবিজ্ঞানীরা এই বর্ণনাম লক শব্দগুলোকে নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং এগুলোকে ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। কিভাবে ব্যক্তিত্বের গঠন হচ্ছে এবং তা একটা রূপলাভ করছে, এই গবেষণাগুলো থেকে সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের পরিমাপসমূহ

সংলক্ষণ হচ্ছে একটি আচরণের স্থায়ী দিক যা বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে সাধারণত একই রকম থাকে। Allport এবং Odbert (১৯৩৬) ইংরেজি ভাষায় ১৭,৯৫৩ টি বিশেষণ পেয়েছেন যা দ্বারা সংলক্ষণগুলোকে বর্ণনা করা যায়। এগুলোকে পরিমাপ করার জন্য অনেক অভীক্ষা (Tests) তৈরি করা হয়েছে। গর্ডনের ব্যক্তিত্ব পরিমাপক অভীক্ষার (Gordon Personal Inventory) সাহায্যে সতর্কতা, মৌলিক চিন্তা, ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও প্রাণশক্তি পরিমাপ করা যায়। এডওয়ার্ডের ব্যক্তিগত পছন্দের অনুস চির (Edwards Personal Preference Inventory) মাধ্যমে বেশ কিছু সামাজিক চাহিদা পরিমাপ করা হয়, যেমন- সমাজভুক্তি, কৃতিত্ব ইত্যাদি। এছাড়াও ক্যালিফোর্নিয়া ব্যক্তিত্ব পরিমাপের (California Personality Inventory) অভীক্ষা দিয়ে সমাজিকতা, সহিষ্ণুতা ও অন্যান্য সংলক্ষণগুলো পরিমাপ করা সম্ভব হয়। প্রায় সবগুলো অভীক্ষাই তৈরি হয়েছে একজন মানুষের মধ্যে কোন সংলক্ষণ কতটুকু রয়েছে তা জানার উদ্দেশ্যে। যেমন ধরা যাক, আমরা বলি থাকি কামাল খুব সামাজিক, সাথী অত্যন্ত সাবধানী বা সতর্ক, সুমনের আত্নমর্যাদার অনুভূতি খুব প্রখর নয় ইত্যাদি।

সাফল্যাঙ্কের রেখাচিত্র

নিচে যে লেখচিত্রটি রয়েছে, তা একটি ব্যক্তিত্ব অভীক্ষার সাফল্যাঙ্ক (Scores) থেকে তৈরি রেখা চিত্র কেমন হতে পারে তার ধারণা দিচ্ছে। কোন শিক্ষার্থীকে নির্দেশনা ও উপদেশ দেয়ার জন্য এই ধরনের পরিমাপক আমরা আদর্শগতভাবে ব্যবহার করতে পারি। এসব সংলক্ষণের সাফল্যাঙ্কের সাহায্যে আমাদের শিক্ষার্থীদের আচরণের ব্যাপারে আরো নতুন নতুন তথ্য পাওয়া যায়।

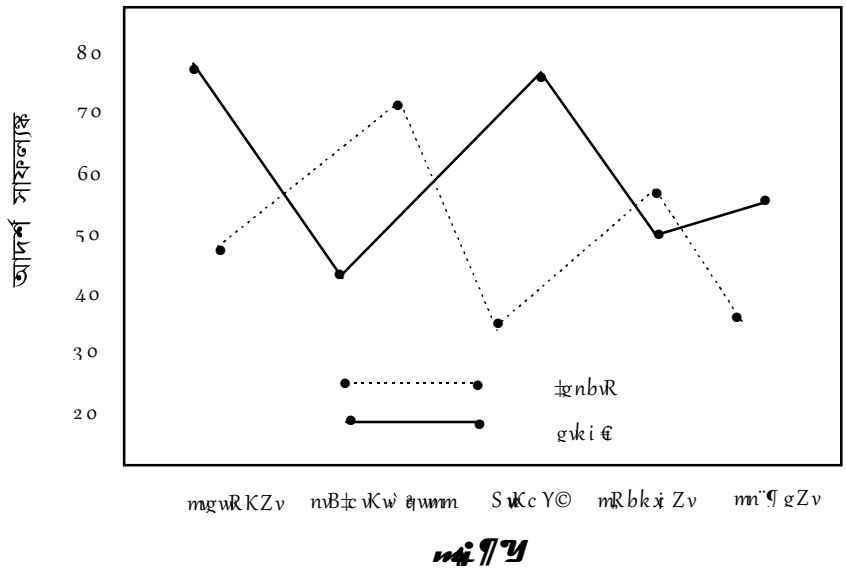

চিত্র ৪-৫.১ কাল্পনিক একটি ব্যক্তিত্ব অভীক্ষায় বিভিন্ন সংলক্ষণে প্রাপ্ত দু'জনের আদর্শ সাফল্যাঙ্ক

তবে একটি কথা এখানে বলা প্রয়োজন যে ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের এই ধরনের বিজ্ঞানসম্মত পরিমাপসমূহ অনেক সময় সমস্যাও সৃষ্টি করে। যদি আমরা যে পরিবেশে একজন মানুষকে দেখি সেই পরিবেশটাকে ভালভাবে বুঝতে না পারি তাহলে তার সংলক্ষণের ভিত্তিতে যে ধরনের আচরণ প্রত্যাশিত হবে তা ভ্রান্ত হতে পারে। আচরণ সাধারণত ব্যক্তিত্ব ও পরিবেশ দু'টো উপাদান দ্বারাই প্রভাবিত হয়। অর্থাৎ শুধুমাত্র ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের জানলেই একজন মানুষের আচরণ কি ধরনের হবে তা বলা খুবই মুস্কিল।

Consistency of Traits Illusory

আসলে কি আমরা সবসময় একরকম আচরণ করি? কিছু কিছু সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে যা দ্বারা বোঝা যায় আমরা তা করি না (গরংপযবষ, ১৯৭৩)। বিজ্ঞানসম্মত ও বস্তুনিষ্ঠ উপায়ে দু'বার আলাদাভাবে ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করে কিছু ব্যক্তিবর্গের যে সাফল্যাঙ্ক পাওয়া গেছে তার সহসম্পর্কের (Correlation) মান খুব বেশি নয়। উপরে বর্ণিত অভীক্ষা ছাড়াও ব্যক্তিত্ব পরিমাপের আরও অনেক অভীক্ষা রয়েছে। প্রক্ষেপণ অভীক্ষাসমূহের (Projective Techniques) মধ্যে সুইজারল্যান্ডের মনোচিকিৎসক হারম্যান রোশাক কর্তৃক ১৯২১ সালে উদ্ভাবিত কালির ছাপ অভীক্ষাটি বেশ প্রচলিত। এই অভীক্ষায় বিভিন্ন আকৃতি ও বর্ণের দশটি কালির ছাপ দেখানো হয় এবং সে কি দেখছে তা বলতে বলা হয়। পরে পরীক্ষক ব্যক্তির উত্তরগুলোকে বিশে-ষণ করে তার ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন করে থাকেন। যদিও এটি এবং অন্যান্য প্রক্ষেপণ অভীক্ষাগুলো বেশ ব্যবহার হয়ে থাকে তবুও দেখা যায় এর সাফল্যাঙ্কের নির্ভরশীলতার মান কম। অর্থাৎ বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত সাফল্যাঙ্ক একই ধরনের ব্যক্তিত্বের রূপ প্রকাশ করেনা। এই ধরনের নিম্ন সহসম্পর্কের বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। যেমন ধরা যাক, যে অভীক্ষা ব্যবহৃত হয়েছে তার বৈশিষ্ট্য কেমন ছিল। একই বক্তব্যের উত্তরে বিভিন্ন সময়ে একই মানুষ হয়তো বিভিন্নভাবে কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই প্রতিক্রিয়া করতে পারে। তাই অনেক সময় সংলক্ষণ পরিমাপের অভীক্ষাগুলো থেকে বাস্তব পরিস্থিতিতে একজনের প্রতিক্রিয়া কি হবে সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী সবসময় সত্যি হয় না।

চিত্র ৪-৫.২ রোশাক্ কালির ছাপ অভীক্ষায় ব্যবহৃত একটি কার্ড

তবে একটি কথা সত্যি যে যখন একই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তখন কিন্তু একই লোকের আচরনের মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, কোন শিক্ষক যদি শ্রেণীকক্ষে সময়মত উপস্থিতির ব্যাপারে খুব কঠোর হন তবে শ্রেণীকক্ষে কেউ দেরিতে প্রবেশ করলে সবসময় বিরক্ত হবেন। তবে অন্য কোন পরিস্থিতিতে কেউ দেরি করলে তিনি হয়তো এতোটা বিরক্তি নাও প্রকাশ করতে পারেন। আমাদের আচরণ খুব বেশি মাত্রায় পরিবেশের মধ্যে পুরস্কার ও শাস্তির ঘটনাগুলো কি পরিমাণে ঘটছে তা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। Mischel (১৯৭৩) দেখেছেন যে যদি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে একই আচরণ বিভিন্নভাবে পুরস্কৃত ও শাস্তি প্রাপ্ত হয় তবে আচরণের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা থাকাটাই স্বাভাবিক। এটা বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণ হয়েছে। আমরা আচরণকে সাধারণীকরণ (Generalization) করতে পারিনা কারণ বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার ফলাফলও পরিস্থিতির কারণে ভিন্ন হয়ে থাকে।

এখন আমরা শত শত সংলক্ষণের মধ্য থেকে শিক্ষাদানের পরিবেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত চারটি সংলক্ষণ নিয়ে আলোচনা করবো। এগুলো হচ্ছে -

- সততা (Honesty)
- সৃজনশীলতা (Creativity)
- আত্মধারণা (Self Concept)
- উদ্বেগ (Anxiety)।

এগুলোর মধ্যে এই পাঠে শুধু সততা নিয়ে আলোচনা করা হবে। বাকী তিনটি পরবর্তী পাঠগুলোতে আলোচিত হবে। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এই সংলক্ষণগুলো কতটুকু স্থায়ী হচ্ছে তা বর্ণনা করা হবে।

সততা

শিক্ষকরা সৎ শিক্ষার্থীদের পছন্দ করেন - বিশেষ করে যারা পরীক্ষায় নকল করেনা, মিথ্যা কথা বলেনা, অন্যের জিনিসপত্র চুরি করেনা ইত্যাদি। Hartshorne এবং May (১৯২৮) শিশুদের সততা ও হঠকারিতার (Deception) উপর একটি বিখ্যাত গবেষণা পরিচালনা করেছেন। তাঁরা যে ধরনের আচরণের পরীক্ষাগুলো করেছেন সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

গবেষণা

নকল করা (Copying)

ধরা যাক শিশুদের বুদ্ধি বা ওছ (Intelligence Quotient) পরীক্ষা করার পর তাদের উত্তর পত্রগুলো সংগ্রহ করে গোপনে তাদের সাফ্যলাঙ্কগুলো বের করে সেগুলো রেকর্ড করে রাখা হল। এরপর আবার তাদেরকে সেগুলো ফিরিয়ে দিয়ে তাদেরকেই নিজেদের প্রাপ্ত নম্বর দিতে বলা হল। এখন পরীক্ষকের কাছে গোপনে রেকডকৃত নম্বর ও নিজেদের দেয়া নম্বরের মধ্যে যে পার্থক্য থাকবে তা তাদের নকলের পরিমাণ নির্দেশ করবে।

গতি (Speed)

ধরা যাক্, বচ্চাদের কিছু অঙ্কের কাজ দেয়া হলো। দু'বার অনুশীলনের পর তৃতীয়বার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কতগুলো অঙ্ক করতে পেরেছে তা তাদেরকে জানাতে বলা হল। যেহেতু প্রথম দু'বারের অনুশীলনের ফলাফল পরীক্ষকের কাছে রেকর্ড করা থাকবে, পরীক্ষক বুঝতে পারবেন যে তৃতীয়বারের ফলাফল খুব বেশি আলাদা হবে না। যদি তৃতীয়বারের ফলাফলে দেখা যায় যে, শিক্ষার্থী খুব বেশি সংখ্যক অঙ্ক করতে পেরেছে বলে থাকে তবে সেটা নিজের কাজকে অতিরঞ্জিত করেছে বলে ধরে নেয়া হবে।

উঁকি দিয়ে দেখা (Peeking)

একটি শিশুকে চোখ বাঁধা অবস্থায় যদি ফোঁটা ফোঁটা আঁকা কাগজের উপর লাইন এঁকে সেগুলোকে সংযুক্ত করতে বলা হয় এবং তার কাজ খুব বেশি ভাল হয় তবে বলা যায় এটা উকি দিয়ে দেখার কারণেই সম্ভব হয়েছে।

চুরি করা (Stealing)

ধরা যাক্, শিক্ষার্থীদের একটি বাক্স থেকে কিছু পয়সা সরাবার সুযোগ দেয়া হল। তাদেরকে ধারণা দেয়া হল একমাত্র তারাই বলতে পারবে এরপরে কতগুলো পয়সা বাক্সে অবশিষ্ট থাকবে।

Low Level of Consistency

উপরে বর্ণিত চারটি পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় যে এগুলোর মধ্যকার সহসম্পর্ক যদিও ধনাত্নক (Positive) তবে তার মান খুব বেশি নয়। যে শিক্ষার্থী নকলের মাধ্যমে তার ওছ এর সাফল্যাঙ্কের পরিবর্তন করেছে সে খুব বেশি পরিমাণে চুরি করা বা উঁকি দিয়ে দেখার মত কাজ করেছে। কিন্তু এই আন্তঃ-সহসম্পর্কের (Intercorelation) মধ্যে কিছুটা সঙ্গতি আছে, যা কি না একটা সাধারণ উপাদান অর্থাৎ সততার উপস্থিতি নির্দেশ করে (Burton, 1963)। কথা হচ্ছে যে একজন কোন পরিস্থিতিতে সততার পরিচয় দিয়ে থাকলে সে যে সব সময় তা করবে এমন কোন কথা নেই।

এখন প্রশ্ন আসে যে এই অসদুপায় অবলম্বন প্রবণতাটা কত বেশি পরিমাণে দেখা যায়? Hartshorne এবং May তাঁদের গবেষণায় দেখেছেন যে শতকরা ৭৯ ভাগ ছেলে এবং ৮৫ ভাগ মেয়ে অসদুপায় অবলম্বন করছে। অন্য একটি পরীক্ষায় পরীক্ষকের দেয়া নম্বর এবং শিক্ষার্থীর নিজের দেয়া নম্বরের মধ্যে অসঙ্গতির পরিমাণ থেকে কতটুকু অসদুপায় অবলম্বন করা হচ্ছে তা পরিমাপ করা হয়েছিল। এখানে শতকরা ৩০ ভাগ ছেলে এবং ৩৭ ভাগ মেয়ে অসদুপায় অবলম্বন করেছিল। যদিও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সততার ক্ষেত্রে মেয়েদেরই সুনাম বেশি তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে মেয়েরাই বেশি অসততার পরিচয় দিচ্ছে। অবশ্য পরবর্তীতে Bushway এবং Nash (১৯৭৭) এর গবেষণায় দেখা গেছে যে ইচ্চ বিদ্যালয়ে মেয়েদের চাইতে ছেলেরাই বেশি অসদুপায় অবলম্বন করছে।

নিচের লেখচিত্রে অনেকগুলো পরীক্ষায় কতবার অন্ততঃ কোন এক ধরনের হঠকারিতা (Deception) করা হয়েছে তা দেখানো হয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে শতকরা ৮ ভাগ শিক্ষার্থী কখনও অসদুপায় অবলম্বন করেনি। প্রায় ৪ ভাগ শিক্ষার্থী সুযোগ পাওয়ামাত্র তা করেছে। বাকী ৮৮ ভাগ শিক্ষার্থীরা কেউই সম্পূর্ণ সৎ বা সম্পূর্ণ অসৎ নয়। সততা পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে আন্তঃক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। বিশেষ করে যে কাজটি করা হল তার গুরুত্ব, আগের শেখা আচরণের ধরন ইত্যাদি এখানে উলে-খযোগ্য।

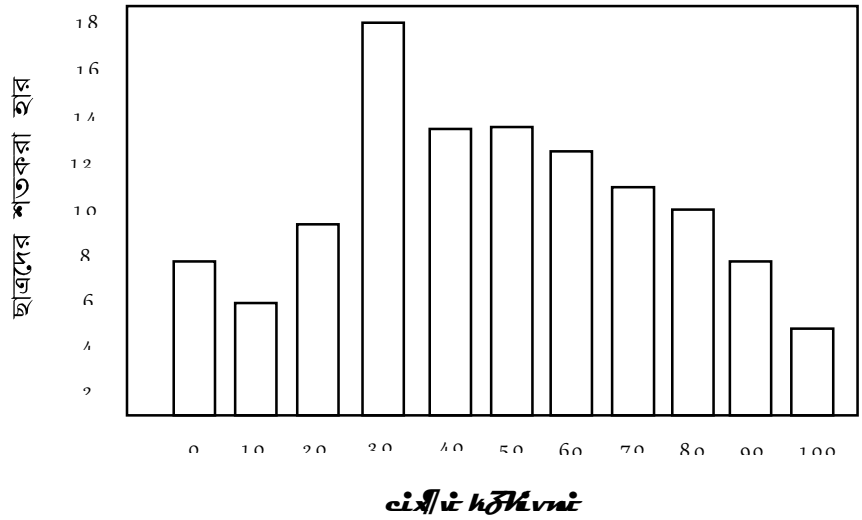

চিত্র ৪-৫.৩ ছাত্রদের পরীক্ষায় অসুদপায় গ্রহণের শতকরা হার

তবে শিক্ষার্থীদের যে কোন ব্যাপারে আখ্যায়িত করার ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত। ব্যক্তিত্ব ও পরিবেশগত উপাদানের উপর আচরণ খুব বেশি মাত্রায় নির্ভরশীল। এটা শিক্ষকদেরও গুরুত্বের সাথে নিতে হবে। শিক্ষার্থীদের কোন দলে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। কেউ হয়তো ইংরেজি ক্লাসে নকল করে কিন্তু বিজ্ঞানের ক্লাসে তা করে না। আবার কেউ হয়তো চোখ বাঁধা অবস্থায় উঁকি দেয় কিন্তু সে চুরি করে না। একই ধরনের পরিস্থিতিতে আচরণ সঙ্গতিপূর্ণ থাকে কিন্তু বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তা পরিবর্তিত হতে পারে।

আচরণের অন্যান্য শ্রেণীবিভাগ বা সংলক্ষণগুলো নিয়ে যখন বিচার করা হয় তখনও সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। অভিজ্ঞ শিক্ষকরা এই নীতিগুলো হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। Carter এবং তার সঙ্গীরা (১৯৮৭) একটি গবেষণার অভিজ্ঞ শিক্ষকদের সাথে শিক্ষানবিস শিক্ষকদের তুলনা করেছেন। এখানে দেখা যায় যে, অভিজ্ঞ শিক্ষকরা তাদের আগে যেসব শিক্ষক পড়িয়েছেন, শিক্ষার্থী সম্পর্কে তাদের মন্তব্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেননি। এর কারণ হচ্ছে তাঁরা ভালভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে প্রত্যেকটি শিশু বিভিন্ন শ্রেণীকক্ষে ভিন্ন ধরনের আচরণ করে থাকে। অপরদিকে অনভিজ্ঞ শিক্ষকরা পুরোন শিক্ষকদের মন্তব্য থেকে যতটা সম্ভব শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেন। তাঁরা ধরেই নেন যে আগের শিক্ষকদের মন্তব্য খুবই মূল্যবান এবং শিক্ষার্থীদের আচরণ ভিন্ন পরিস্থিতিতে একই ধরনের থাকবে।

অবশ্য উপরের আলোচনা বা গবেষণার ফলাফল এটা নির্দেশ করে না যে মানুষ কখনও সঙ্গতিপূর্ণ আচরণ করে না। অতীতের আচরণের ধরন থেকে একজন মানুষের বর্তমান আচরণ কেমন হবে তা অনেক সময় অনুমান করা প্রয়োজন হয়। কিন্তু কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে সামান্য পর্যবেক্ষণের পরই বলা উচিত নয় যে, কোন বিশেষ শিক্ষার্থীর কোন বিশেষ ধরনের আচরণ করার স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে। শিক্ষকরা হয়তো আত্নতুষ্টির জন্য তাদের বিশ্বাসটা আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ

করে ফেলতে পারেন। শিক্ষকের এই ধরনের পূর্ব ধারণা শিক্ষার্থীকে শিক্ষকের বিশ্বাস এবং প্রত্যাশা অনুযায়ী আচরণ করার জন্য তার উপর এক ধরনের চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

মনোবিজ্ঞানীরা মানুষের আচরণের বর্ণনামূলক শব্দগুলোকে নিয়ে গবেষণা করে সেগুলোকে ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। বিভিন্ন অভীক্ষার সাহায্যে ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণগুলো পরিমাপ করা যায়। তবে এই অভীক্ষার ফলাফল থেকে বাস্তব পরিস্থিতিতে একজনের প্রতিক্রিয়া কি হবে সে সম্পর্কে সবসময় ভবিষ্যদ্বানী সত্যি হয় না। এর কারণ হচ্ছে মানুষের আচরণ পরিবেশজনিত বিভিন্ন উপাদানের উপরও নির্ভরশীল। তবে এই সংলক্ষণগুলোর ধারণা আচরণের ব্যাপারে অনুমান করতে সাহায্য করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৫

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে ক বৃত্তায়িত করুন)

১. ব্যক্তিত্ব পরিমাপক অভীক্ষা কেন ব্যবহার করা হয়?
   K. ব্যক্তির দক্ষতা জানার জন্য
   L. ব্যক্তিকে উপদেশ ও নির্দেশনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে
   M. ব্যক্তির প্রবণতা জানার জন্য
   N. ব্যক্তির কৃতিত্ব জানার উদ্দেশ্যে

২. একজন মানুষের আচরণ কি ধরনের হবে তা জানার উপায় কি?
   K. ব্যক্তির সংলক্ষণ সম্প র্কে জানতে হবে
   L. ব্যক্তির সংলক্ষণ ও পরিবেশ সম্পর্কে জানতে হবে
   M. ব্যক্তির পরিবেশ সম্পর্কে জানতে হবে
   N. ব্যক্তির সাথে আলাপ আলোচনা করতে হবে

৩. অভিজ্ঞ শিক্ষকরা সাধারণত কি করেন?
   K. ছাত্রদের সম্পর্কে আগের শিক্ষকের মন্তব্যের উপর গুরুত্ব দেন
   L. শিক্ষার্থীরা সবসময় একই আচরণ করবে বলে করেন
   M. ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণগুলোর উপর খুব বেশি গুরুত্ব দেন
   N. শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন আচরণ করে বলে মনে করেন

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ কি উপায়ে পরিমাপ করা যায়?

২. প্রক্ষেপণ অভীক্ষা কাকে বলে?

৩. সততা ও হঠকারিতার উপর গবেষণায় কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল?

৪. ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে পরীক্ষায় কারা বেশি অসদুপায় অবলম্বন করে?

৫. অভিজ্ঞ ও শিক্ষানবিস শিক্ষকদের মধ্যে কি পার্থক্য হয়?

সঠিক উত্তর

অ) ১। খ, ২। খ, ৩। ঘ

পাঠ ৬

লিঙ্গভেদে ব্যক্তিত্বের পার্থক্য

[Gender Differences in Personality]

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ব্যক্তিত্বের উপর লিঙ্গের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন
- মূল্যবোধ ও জীবনের উদ্দেশ্যের পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন
- লিঙ্গগত ভূমিকার প্রত্যাশা সম্পর্কে উল্লেখ করতে পারবেন
- ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিবৃত্তীয় কৃতিত্বের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

আমরা দেখি যে, ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো ছেলে ও মেয়েদের ক্ষেত্রে আলাদা হয়ে থাকে। আমরা সবগুলো বৈশিষ্ট্য নিয়ে এখানে আলোচনা করবো না। শুধু সেই বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে যেগুলো বিদ্যালয়ের কার্যসম্পাদনের (Performance) সাথে সম্পর্কযুক্ত। নিচে এগুলো বর্ণনা করা হল।

আগ্রাসন

Aggression

ব্যক্তিত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত যত ধরনের লিঙ্গগত পার্থক্য রয়েছে, তার মধ্যে ছেলেমেয়েদের মধ্যে আগ্রাসনের পার্থক্যই সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয়। প্রায় সব ধরনের সংস্কৃতিতেই সব বয়সের ছেলেরা মেয়েদের চাইতে বেশি আক্রনণ্ধক হয়ে থাকে। Margaret Mead (১৯৩৫) তাঁর বিখ্যাত রচনা ''লিঙ্গ এবং মেজাজ" (Sex and Temperament)-এ বিভিন্ন সংস্কৃতিতে ছেলে ও মেয়েদের ভূমিকার বিরাট পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেছেন। বেশির ভাগ আচরণের পার্থক্যের কারণ হিসাবে পরিবেশের প্রভাবকেই দায়ী করা যেতে পারে। পরবর্তীকালে আরও গভীরভাবে নৃবৈজ্ঞানিক (Anthropologist) পর্যালোচনা এবং জীবজন্তু ও মানুষের অন্তক্ষরা গ্রন্থি নিঃসৃত রস (Hormone) পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে আগ্রাসন বংশগতভাবে লিঙ্গের পার্থক্যের কারণে ভিন্ন হয়ে থাকে (R. Brown, ১৯৬৫)। তবে ঞ্চরবমবৎ (১৯৮০) এ ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছেন যে আগ্রাসনের পার্থক্যের কারণ হিসাবে জৈবিক ভিত্তিকে দায়ী করা যায় কি না। তিনি ছোট ছেলে ও মেয়েদের আক্রমণাত্মক আচরণ পর্যালোচনা করে দেখেন যে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত আগ্রাসনের লিঙ্গগত পার্থক্যের কোন সম্পর্ক নেই। তাঁর গবেষণার ফলাফল নির্দেশ করে যে সামাজিক শিক্ষণই এই পার্থক্যের জন্য দায়ী। এখানে একটি বিষয় পরিস্কার বোঝা যায় যে, ছেলে ও মেয়েদের ভ মিকা সংস্কৃতিভেদে ভিন্ন হয় এবং ছেলেরা সাধারণত মেয়েদের তুলনায় বেশি আধিপত্য বিস্তারকারী, দৃঢ়চেতা, প্রাণশক্তিপূর্ণ, কর্মঠ, বিদ্বেষপরায়ণ ও ধ্বংসাত্মক (ধ্বংসপ্রবণ) হয়ে থাকে।

চিত্র ৪.৬-১ ছোট ছেলেরা মারামারি বেশি করে থাকে

মতানুবর্তিতা ও নির্ভরশীলতা

Conformity and Dependence

মেয়েরা সাধারণত ছেলেদের থেকে বেশি মতানুবর্তী ও অনুভূতিপ্রবণ (Suggestible) হয়ে থাকে (H.M. Cooper, ১৯৭৯ ; Eagly এবং Carli, ১৯৮১)। কিন্তু এই গবেষণায় কিছুটা পক্ষপাতিত্ব রয়েছে বলে সন্দেহ করা হয়। কারণ Eagly এবং Carli এর গবেষণায় পুরুষ গবেষকরা দেখেছেন যে মেয়েরা খুব সহজেই প্ররোচিত হয় এবং সাধারণত মতানুবর্তী হয়। কিছু মহিলা গবেষকরা এই ধরনের ফলাফল পান নি।

আবেগীয় অভিযোজন

Emotional Adjustments

শৈশবে আবেগীয় ভারসাম্যতার ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। কিন্তু আবেগীয় সমস্যা হলে তার প্রকাশের ভঙ্গিতে ছেলেমেয়েদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয়। যেমন ছোট ছেলেদের মেজাজ, মেয়েদের আঙ্গুল চোষা ইত্যাদি আবেগের প্রকাশ। ব্যক্তিত্বের অভীক্ষা প্রয়োগের মাধ্যমে পাওয়া যায় যে, বয়ঃসন্ধিক্ষণে এবং প্রাপ্তবয়সে ছেলেদের চাইতে মেয়েদের মধ্যে নিউরোসিসের লক্ষণ বেশি পরিলক্ষিত হয়। এই পার্থক্যের কারণ এটা হতে পারে যে, সমাজে মানসিক স্বাস্থ্যের বর্ণনা যেভাবে দেখা হয়, তা ছেলেদের ভূমিকার সাথে বেশি সঙ্গতিপূর্ণ (Boverman এবং অন্যান্য, ১৯৭০)। অথবা এও হতে পারে যে ব্যক্তিত্ব অভীক্ষাগুলো পুরুষরাই তৈরি করেছে।

এূলবোধ ও জীবনের উদ্দেশ্য

Value and Life Goals

১৯৫০ সালে যে সমস্ত ডাটা (Data) পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় যে, ছেলেদের কিছু কিছু বিষয়ে মেয়েদের চেয়ে বেশি আগ্রহ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে বিজ্ঞান সম্বন্ধীয়, বিক্রয়, গণিত সম্বন্ধীয়, যন্ত্রপাতি এবং খুব কর্মতৎপরতার প্রয়োজন এই ধরনের পেশা। এছাড়া তাদের তত্ত্বীয়, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ম ল্যবোধও মেয়েদের তুলনায় বেশি। এদিকে মেয়েদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তারা সাহিত্যে, সমাজ সেবায় এবং করণিক কাজে (Clerical-job) বেশি আগ্রহী। তাদের সৌন্দর্যপ্রিয়তা, সমাজ সেবা এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ তুলনাম লকভাবে বেশি (Anastasi, ১৯৫৮)। অবশ্যই এই পার্থক্য ১৯৫০ সালের পর থেকে কমে এসেছে কারণ মহিলারা নিজেদের সম্পর্কে এখন ভিন্নভাবে ভাবতে শুরু করেছে।

চিত্র ৪.৬-২ বর্তমানে মেয়েরাও টেকনোলজির প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করছে

কৃতিত্বের ওরিয়েন্টেশন

Acheivement Orientation

কৃতিত্বের প্রেষণা সৃষ্টি করবে এমন পরিস্থিতিতে মেয়েরা ছেলেদের মত প্রতিক্রিয়া করে না| Stein এবং Bailey (১৯৭৩) সিদ্ধান্ দিয়েছেন যে মেয়েরা শুধু সেসব ক্ষেত্রে তাদের কৃতিত্বের প্রেষণার বিকাশ ঘটাতে চায় যেসব ক্ষেত্রে যা ঐতিহ্যরক্ষার খাতিরে সমাজ মেয়েদের জন্য সঠিক মনে করে। এই ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে বিভিন্ন সামাজিক নৈপুণ্য গড়ে তোলা এবং সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করা। লিঙ্গগত ভূমিকার প্রত্যাশা অত্যন্ত অল্পবয়সেই ছেলেমেয়েদের কাছে প্রকাশ করা হয়। দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিশুদের নিয়ে গবেষণায় দেখা যায় যে, যন্ বিষয়ক (Mechanical), স্থানসম্পর্কীয় (Spatial) এবং খোলাধুলায় পারদর্শিতাকে (Athletic Skill) পুরুষসুলভ এবং সামাজিক (Social), মৌখিক (Verbal) এবং চিত্রকলায় নৈপুণ্যকে (Artistic Skills) স্ত্রীসুলভ মনে করা হয়। কাজেই একজন অল্পবয়সের মহিলা যার উঁচু কৃতিত্ব প্রেষণা রয়েছে সে এমন ক্ষেত্রে তার প্রকাশ ঘটাতে চেষ্টা করবে যেখানে সে সবচেয়ে বেশি পুরস্কৃত হবে - যেমন, সামাজিক ক্ষেত্রগুলোতে।

বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়গুলো ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা আলাদা কৃতিত্বের প্রেষণা সৃষ্টি করে এবং এটা বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে (Battle, ১৯৬৫, ১৯৬৬ ; Stein, ১৯৭১ ; Stein, Pohly এবং Mueller, ১৯৭১)। কাজেই যেটাকে সাফল্যের ভয় হিসাবে দেখা হচ্ছে (Horneৎ, ১৯৬৯ ; Komarovsky, ১৯৫০) অথবা মহিলাদের কৃতি প্রেষণার অভাব বলা হচ্ছে তা হয়তো আসলে মেয়েরা যেসব ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে চায় তা ছেলেদের ক্ষেত্রগুলো থেকে আলাদা (Spence এবং Helmreich, ১৯৭৮)। Gilligan (১৯৮১) তাঁর গবেষণায় দেখেছেন যে, বুদ্ধিবৃত্তির ও প্রতিযোগিতাম লক কর্মকান্ডের সাফল্য অর্জনের চেয়ে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে এবং সম্মিলিতভাবে যে সব কাজ করতে হয় তাতে সাফল্য অর্জনকেই মেয়েরা বেশি গুরুত্ব দেয়। যেহেতু ছেলে ও মেয়েদের কাছে ভিন্ন জৈবিক ও সামাজিক ভূমিকা প্রত্যাশা করা হয় সেহেতু তাদের সাফল্যের চাহিদা তাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে হয়ে থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, আচরণে যে লিঙ্গগত পার্থক্য দেখা যায় তা সম্পূর্ণভাবে সংস্কৃতির কারণে না হলেও, এর একটা বড় অংশ বংশগতি ও পরিবেশের প্রতিক্রিয়ার ফলাফল। যেহেতু সংস্কৃতির পরিবর্তন হয় এবং বেশ দ্রুত হয়, তাই যে আচরণগুলো সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়, সেগুলোর পরিবর্তন হয়।

ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিবৃত্তীয় কৃতিত্বের সম্র্ক

মেয়েদের সমাজীকরণ (Socialization) প্রক্রিয়া ছেলেদের চেয়ে ভিন্নভাবে হয়ে থাকে। শিক্ষক ও পিতামাতারা হয় খুব বেশি হেপ্রবণ হয়ে থাকেন, না হয় তাদের উপর খুব বেশি বাধ্যবাধকতা আরোপ করে না বলে তাদের মধ্যে অনুগত থাকার প্রবণতা বেশি পরিলক্ষিত হয়। মেয়েদের মধ্যে আনুগত্য, মতানুবর্তিতা ও নিষ্ক্রিয় থাকার প্রবণতা বেশি থাকার ফলে তারা দায়িত্ব ও নেতৃত্ব নেয়া থেকে সাধারণত বিরত থাকে (Bronfenbrenner, ১৯৬১)। তবে এটা হওয়া মোটেই ঠিক নয়।

চাপের ফলে মেয়েদের কৃতিত্ব

Pressure and Female Achievement

শৈশবে কিছু কিছু মেয়েদের কৃতিত্ব অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে এবং এর জন্য পিতামাতার কি ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে তা বিভিন্ন গবেষণার ফলাফলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে মেয়েদের কৃতিত্ব অর্জনের প্রেষণা সৃষ্টি করার জন্য যে পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে সেটি এবং সবচেয়ে ভালভাবে শিশু লালন পালনের যে বদ্ধম ল ধারণা বর্তমানে আছে তার মধ্যে বিশেষ মিল নেই। এর জন্য শিশুদের উপর কিছুটা চাপ প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। মাঝে মাঝে আদরের মাত্রা কমিয়ে, কিছু শাস্ি প্রয়োগ করতে হয়। তবে এর কোনটাই অতিরিক্ত হওয়া উচিত নয়। হে প্রবণতার মাঝামাঝি মাত্রা, কিছুটা অনুমোদন দান এর সঙ্গে কৃতিত্ব অর্জনের জন্য প্রচেষ্টার পুরষ্কার স্বরূপ বলবর্ধক (Reinforcement) প্রয়োগ, এই ধরনের আচরণকে উৎসাহিত করবে। কিন্তু এর বিপরীত কিছু করলে তা মতানুবর্তী ও পরনির্ভরশীল আচরণের বিকাশ ঘটাবে (Stein এবং Bailey, ১৯৭৩)।

মেয়েদের ব্যক্তিত্বের সাথে বুদ্ধিবৃত্তীয় কার্যসম্পাদনের সম্পর্ক নিচের রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল (McCobby, ১৯৬৬)। সাহসিকতা, অবেগপ্রবণতা অথবা আক্রমণাত্নক মনোভাবের ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যখন মেয়েদের ক্ষেত্রে এই সংলক্ষণগুলো স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকে তখন নান ধরনের বুদ্ধিবৃত্তীয় কাজে তাদের কার্যসম্পাদনও খুব ভাল হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। যদি এটা কার্যকারণ (casual) সম্পর্ক হয়ে থাকে তবে বলা যায় যে, বুদ্ধিবৃত্তীয় কাজে সবচেয়ে ভাল কার্যসম্পাদনের জন্য মেয়েদের সক্রিয় হতে হবে এবং নিজেকে কোন কিছু থেকে বিরত রাখার প্রবণতাও কমাতে হবে। ছেলেদের ক্ষেত্রে যদিও এত স্পষ্ট সম্পর্ক পাওয়া যায়নি তবে এই সম্পর্কটি প্রায় একই ধরনের পাওয়া গেছে।

> লিঙ্গভেদে ব্যক্তিত্বের পার্থক্য হয় কি না তা নির্ণয় করার লক্ষ্যে নানা গবেষণা হয়েছে। কিছু সমালোচনা সত্ত্বেও প্রমাণিত হয়েছে যে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণগুলো ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় উপস্থিত থাকে। লিঙ্গভেদে ব্যক্তিত্ব ভিন্ন হবার কারণে বুদ্ধিবৃত্তীয় কৃতিত্বের ক্ষেত্রে ভিন্নতা দেখা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৬

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশম লক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে ক বৃত্তায়িত করুন) ◯

১. ছেলেমেয়েদের মধ্যে আগ্রাসনের পার্থক্য কেন হয়?
   K. জৈবিক ভিত্তিক কারণে
   L. সামাজিক শিক্ষণের কারণে
   M. সামাজিক ও জৈবিক দুই কারণেই
   N. উপরের কোনটি নয়

২. গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে কোন গুনটিকে পুরুষসুলভ মনে করা হয়?
   K. চিত্রকলায় নৈপুণ্য
   L. সামাজিক নৈপুণ্য
   M. স্থানসম্পর্কীয় দক্ষতা
   N. মৌখিক কৌশল

৩. মেয়েরা সাধারণত কি করা থেকে বিরত থাকে?
   K. নিষ্ক্রিয় হওয়া থেকে
   L. আনুগত্য প্রকাশ করা থেকে
   M. মতানুবর্তী হওয়া থেকে
   N. দয়িত্ব ও নেতৃত্ব নেয়া থেকে

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. বিভিন্ন গবেষণায় আগ্রাসনের ক্ষেত্রে কি ধরনের লিঙ্গগত পার্থক্য দেখা যায়?

২. বিদ্যালয়ে পঠিত বিভিন্ন বিষয়গুলো ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে কি আলাদা আলাদা কৃতিত্বের প্রেষণা সৃষ্টি করে?

৩. চাপ প্রয়োগের দ্বারা কি মেয়েদের কৃতিত্ব বাড়ানো সম্ভব?

সঠিক উত্তর

অ) ১। খ, ২। গ, ৩।ঘ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে ক বৃত্তায়িত করুন)

১. ছেলেমেয়েদের মধ্যে আগ্রাসনের পার্থক্য কেন হয়?
   K. জৈবিক ভিত্তিক কারণে
   L. সামাজিক শিক্ষণের কারণে
   M. সামাজিক ও জৈবিক দুই কারণেই
   N. উপরের কোনটি নয়

২. আত্মধারণা বলতে কি বোঝায়?
   K. ইচ্চাকাংখার প্রেষণা
   L. কোন কাজে দক্ষতা অর্জন
   M. নিজের ব্যাপারে সতর্ক হওয়া
   N. নিজের প্রতি মনোভাব

৩. গবেষণালবদ্ধ তথ্য পর্যালোচনা অনুযায়ী সৃজনশীলতা ও বুদ্ধির সহসম্পর্কের মান ও ধরন কেমন?
   K. ধনাত্মক ও .৫০ এর বেশি
   L. ঋনাত্মক ও .৫০ এর বেশি
   M. ধনাত্মক ও .৫০ এর কম
   N. ঋণাত্মক ও .৫০ এর কম

৪. ব্যক্তিত্ব পরিমাপক অভীক্ষা কেন ব্যবহার করা হয়?
   K. ব্যক্তির দক্ষতা জানার জন্য
   L. ব্যক্তিকে উপদেশ ও নির্দেশনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে
   M. ব্যক্তির প্রবণতা জানার জন্য
   N. ব্যক্তির কৃতিত্ব জানার উদ্দেশ্যে

৫. এরিকসন বিকাশের স্তরগুলোকে কয়টি ভাগে ভাগ করেছেন?
   K. ৬
   L. ৮
   M. ৫
   N. ৪

৬. কোলবার্গ ব্যক্তিত্ব বিকাশের স্তরগুলোকে প্রধানত কয়টি স্তরে ভাগ করেছেন?
   K. ৫
   L. ৩
   M. ৬
   N. ৪

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা দিন।

২. ব্যক্তিত্ব গঠনের উপাদানগুলোর নাম উল্লেখপূর্বক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

৩. এরিকসনের মতবাদে যে সংকটগুলোর কথা উল্লেখ রয়েছে সেগুলো জীবনের কোন কোন পর্যায়ে দেখা দেয়?

৪. পিয়াঁজের মতবাদ অনুযায়ী নৈতিকতার বিকাশ স্তরগুলো আলোচনা করুন।

৫. ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ কি উপায়ে পরিমাপ করা যায়?

সঠিক উত্তর

অ) ১। খ, ২। ঘ, ৩। গ, ৪। খ, ৫। খ, ৬। খ